এসকেএস

প্রান্তজনের স্বপ্ন-সারথি

o

এসকেএস
প্রান্তজনের স্বপ্ন-সারথি

এসকেএস

প্রান্তজনের স্বপ্ন-সারথি

উপদেষ্টা ও পরিকল্পনা

রাসেল আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী প্রধান, এসকেএস ফাউন্ডেশন

প্রনয়ণ

মোঃ আয়ুব আলী
সভাপতি, এসকেএস ফাউন্ডেশন

পলাশ কুণ্ডু
সহকারী পরিচালক, এসকেএস ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা

রজব আলী
হেড অফ প্রোগ্রাম, এসকেএস ফাউন্ডেশন

সাইফুল আলম
পরিচালক, এসকেএস ফাউন্ডেশন

সহযোগীতায়

মো. জাহিদুল ইসলাম
সমন্বয়কারী, প্রশাসন, এসকেএস ফাউন্ডেশন

ডিজাইন

আবু হাসান
কনসেপ্ট কমিউনিকেশন্স

কপিরাইট *এসকেএস ফাউন্ডেশন*

প্রকাশকাল *ডিসেম্বর ২০১৭*

দু'টিকথা

আগামী ১ ডিসেম্বর ২০১৭,এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর উন্নয়ন যাত্রার ৩০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। তিন দশক এর এই দীর্ঘ পথ প্রদিক্রমায় এসকেএস ফাউন্ডেশন আজ দেশের অন্যতম সফল বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার প্রত্যন্ত ভরতখালী গ্রামের বাজার সমিতি থেকে এসকেএস ফাউন্ডেশন জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে আজ পরিচিতি লাভ করেছে। কেমন ছিল সেই পথ চলা বা কি কারণে এবং কিভাবে জন্ম হয়েছিল এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর, সেই পটভূমি ও সংগ্রামের গল্প লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রকাশনায়। এখানে খুবই সংক্ষেপে একটি উন্নয়ন সংস্থা হিসাবেএসকেএস ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পেছনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও বিকশিত হওয়ার বিভিন্ন পর্যায় বর্ণিত হয়েছে।

এই শুভক্ষণে এসকেএস ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার দিন ১ ডিসেম্বর ১৯৮৭ সাল হতে আজ পর্যন্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠায় ও ধারাবাহিক উন্নয়নে যাদের যেকোন ধরনের বিন্দুমাত্র অবদান আছে, বিশেষ করে মোঃ মোশারফ হোসেন খান বর্তমান সহ-সভাপতি, এসকেএস ফাউন্ডেশন; জনাব তাহাউজ্জামান বুলু তৎকালীন সাঘাটা উপজেলার সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা; জনাব গওহার নঈম ওয়ারা, প্রাক্তন অক্সফাম কর্মকর্তা ও শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মুর্শেদ আলম সরকার; নির্বহী পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি এসকেএস ফাউন্ডেশন; জনাব সামসুল হক, শিক্ষক ও সমাজসেবক এবং জনাব ডঃ মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন তাঁদের অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। একই সাথে সংস্থার নির্বাহী ও সাধারন পরিষদে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাই এবং বিশেষ করে সংস্থার বর্তমান সভাপতি জনাব মোঃ আয়ুব আলী মহোদয়ের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।এই প্রকাশনা আগামী দিনে এসকেএস ফাউন্ডেশন এর শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তথ্য ভিত্তিক সমৃদ্ধ দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। নিরন্তর প্রচেষ্টা ও সততার মাধ্যমে অর্জিত এই গতিশীল সংস্থার স্মারক গ্রন্থ হিসাবে আমাদের আগামী দিনে চলার অনুপ্রেরণা যোগাবে।

শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদান্তে,

রাসেল আহম্মেদ লিটন
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউন্ডেশন

প্রাককথন

গাইবান্ধা-গোবিন্দগঞ্জ রাস্তা ধরে গাইবান্ধা শহরের প্রবেশমুখে সুরম্য ভবনটি দৃষ্ঠিগোচর হওয়া মাত্রই যে কারো এ সুদৃশ্য ভবনটির ইতিবৃত্ত সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগবেই। যে কারো কাছে জানতে চাইলেই স্বৎসাহে জবাব আসবে,'ও- এসকেএস প্রধান কার্যালয়ের কথা বলছেন?'"এসকেএসফাউন্ডেশন" বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অন্যতম প্রধান বেসরকারী সংস্থার নাম। এলাকার মানুষের কাছে তার শুরুনাম "এসকেএস" নামেই বেশী পরিচিত। ১৯৮৭ সালের ১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটি নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। উদ্যোক্তাগণ নানামূখী সামাজিক ও পারিবারিক বাধাবিপত্তি ও সংকট অতিক্রম করে নিষ্ঠা, শ্রম, মেধা ও মননে "হাটভরতখালী সমাজ কল্যান সমিতি" থেকে সংগঠনকে পরিণত করেছেন আজকের "এসকেএস ফাউন্ডেশন"-এ। এই কঠিন পথ পরিক্রমায় সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান জনাব রাসেল আহম্মেদ লিটন-এর নেতৃত্বে সংগঠনের উদ্যোক্তাগণ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। পারিবারিক-সামাজিক নানা বাধা ও অসহযোগিতাকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে অগ্রসর হয়েছেন। তাদের একাগ্রতায় আর আন্তরিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে এসকেএস ফাউণ্ডেশন । -এসকেএস ফাউণ্ডেশন আজ প্রায় তিন হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির ধারায় এসকেএস ফাউণ্ডেশন সাফল্যেও সাথে যুক্ত হতে পেরেছে। সার্বিক প্রেক্ষাপটে, এসকেএস অত্র এলাকার মানুষের গর্বের একটি প্রতীক। এসকেএস ফাউণ্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপ্তি ও কাঠামোগতভাবে আজকের এ অবস্থান একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এসেছে।এ সংস্থার বিস্তারগত বিচারে বর্তমানের অবস্থানে নিয়ে আসাতে প্রথম থেকে উদ্যোক্তাগণ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েছেন তা

তবে লক্ষ্য একটাই ছিল, তা হলো এলাকার হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কিছু একটা করা। গাইবান্ধার ভরতখালী গ্রামের হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সমস্যা সংকট সমাধানের জন্য যে ছোট উদ্যোগ নিয়ে সংগঠনটি যাত্রা শুরু করেছিল, তিন দশকে তার বিস্তার ঘটে বর্তমানে জাতীয় উন্নয়ন ধারায় সরকারের সহযোগী হিসেবে সম্পৃক্ত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর প্রথম ১০ বছর ছিল প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম, আর পরবর্তী সময়ে তা বিকশিত করার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। এ সময়কালে নির্বাহী প্রধানের নেতৃত্বে উদ্যোক্তাদের সময়োপযোগী উদ্যোগ এবং সৃজনশীল পরিকল্পনা আর কর্মী ও সদস্যদের অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞান, কর্মস্পৃহা, একাগ্রতাকে কাজে লাগিয়ে সে সবের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে আজকের পর্যায়ে উত্তরণ।

সংগঠন প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ধারণ, ব্যাপ্তি ও বিকাশ ধারাবহিকভাবে পরবর্তী অধ্যয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। যাপ্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পাঠকদের সম্যক ধারণা দিতে সহায়তা করবে।

যে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এসকেএস এর যাত্রা শুরু:

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত এক পিছিয়ে পড়া এবং অবহেলিত জনপদের নাম গাইবান্ধা। যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদ তীরবর্তী বিশাল চরাঞ্চল এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেখানকার মানুষের জীবনমান খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং নিম্ন।খাদ্যাভাব এখানকার মানুষের নিত্যসঙ্গী। বছরের বিশেষ সময়ে নারী, পুরুষ ও শিশুরা অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটায়। শিশুর ক্ষুধার যন্ত্রনায় কান্না মায়ের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করছে; তা সহ্য করতে না পেরে শিশুকে চপেটাঘাত। যেন কিছুটা সময় হলেও দূরে থাকে; এ যেন শিশুর ক্ষুধার যন্ত্রনা দেখা থেকে মায়ের সাময়িক মুক্তির নিস্ফল চেষ্টা। কিন্তু মায়ের অর্ন্তদহন দেখবে কে? অভাব অনটনের কারণে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর স্বামী-স্ত্রীর কলহ চলছে, পরিবারে অসহিষ্ণুআচরণ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। নদী ভাঙনের সাথে পাল্লা দিয়ে ভাংছে সংসার, চলছে নির্যাতন। অনাহারে মানুষ সহায় সম্বল বিক্রি করছে, এ সবই জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ সবের সাথেই মানিয়ে নিয়ে চলছে জীবন, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ টানছে জীবনের ঘানি। এ যেন নিয়তির অমোচনীয় লেখা। অধিকাংশ মানুষ ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নিত বলেই সেটি পরিবর্তনের কোনো চেষ্টাও তারা করতো না। কিন্তু সমাজে থাকে কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ;যারা ঝুঁকি নিয়ে হলেও সমাজের পশ্চাৎপদতা, অনগ্রসরতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সমাজটাকে পাল্টাতে চায়। ১৯৮৭সাল,এরকমই এক অজগাঁ ভরতখালী এবং সেখানকার হাটকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনপদকে পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন সাহসী কিশোর, রাসেল আহম্মেদ লিটন এবং তার অন্যতম সহযোগী মোশারফ হোসেন খান (যাকে সবাই চেনেন হাওয়াই ডাক্তার নামে)। নদীভাঙন কবলিত এই এলাকায়ভরতখালীহাটকে কেন্দ্র করেই তার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হতো। সেখানে মানুষ দাদন ব্যবসার কবলে পড়ে হতো সর্বস্ব হারা। সম্ভ্রমহানী ঘটতো নারীর, মানুষ দিনাতিপাত করতো অর্ধাহারে, অনাহারে ।একটি প্রভাবশালী মহল সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতো হাটকে কব্জায় রেখে। আবার সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হতো সংখ্যাগুরু নামধারীদের হাতে। এ সব অন্যায় অনাচারের প্রতিবাদে এই এলাকায় প্রথম প্রতিবাদমুখর হন কিশোর রাসেল আহম্মেদ লিটন। হাওয়াই ডাক্তারের সাথে পরিকল্পনা করে গড়ে তোলেন ছোট্ট সমিতি। সেই সমিতিই বিকশিত হয়ে আজকের এসকেএস ফাউন্ডেশন।

এসকেএস ঃ শুরু হলো যেভাবে

পহেলা ডিসেম্বর ১৯৮৭। শ্রী বিমলেন্দ্র সাহার বাড়ীর সামনের মাঠে বিকাল ৩ টায়অনুষ্ঠিত হয় একটি সভা। এটিই ছিল প্রথম সভা যার মাধ্যমে যাত্রা শুরু এসকেএস-এর। সভার বিষয় ছিল স্থানীয় সমস্যার সমাধানের জন্য সমিতি গঠনওবিবিধ।উপস্থিত২৫ জন সদস্য। জনাবমোঃ মোশারফ হোসেন খান এর প্রস্তাবে সত্যেন্দ্রেনাথ চাকীর সমর্থনে জনাব অশোক কুমার সিনহাকে সভাপতি করে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব রাসেল আহম্মেদ লিটন এলাকার আর্থ-সামাজিকঅবস্থা তুলে ধরে তিনি বলেন,"এলাকায় নানামূখী সমস্যা বিরাজমান; তার মধ্যে নারী নির্যাতন, বেকারত্ব, সুদের ব্যবসা, নদী ভাঙ্গনেক্ষতিগ্রস্থলোকদের বাসস্থান, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এলাকার অন্যতমপ্রধান সমস্যা। এসব অনিয়মের প্রতিবাদ হওয়া দরকার,যা এককভাবে করা সম্ভব নয়। উক্ত সমস্যার আলোকে কিছু কাজ করতে চাই। সেজন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। সে উদ্দেশ্যেই একটি সমিতি গঠন করা প্রয়োজন।"সভায় সমিতি গঠনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার পর সভায় উপস্থিত সকলেইসমিতি গঠনের এ প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অতঃপর উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিতে সমিতির পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সমিতির ৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি গঠনও করা হয়।

ভরতখালী বাজারে আমার ঔষধের দোকান। সেখানে এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তি থেকে সাধারন মানুষ সবাই আসেন। কেউ আসেন ঔষধ কিনতে; আবার কেউ বসে চা পান করে অবসর সময় পার করেন। লোকজন এসে বসেন, চা পান করেন, গল্পগুজব করেন, তারপর সবাই যে যার মত চলে যান। জাহিদ হোসেনের ছেলে, লিটন মাঝে মাঝে আমার দোকানে আসে, বসে কিন্ত খুবই কম কথা বলে। নানা বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে আলাপ হয়। তবে মুরুব্বীরা আসলেই সে উঠে চলে যায়। আলোচনার বিষয়গুলো

অন্যদের গল্পের বিষয়ের থেকে আলাদা। গ্রামের সমস্যা, বাজারের দাঁদন ব্যবসার কথা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তার সাথে কথা হয়। যদিও লিটন আমার চেয়ে ১৫ বছরের ছোট, তবু আলাপ আলোচনার মাধ্যমে লিটনের সাথে সখ্যতা গড়ে উঠে। দিনটি ছিল সোমবার। লিটন আমার কাছে জানতে চাইলো, 'এই গ্রামে একটা সমিতি গঠন করলে কেমন হয়?' তাঁর প্রস্তাব আমার মনে ধরে,আমিও রাজি হই। সে তখন নবম শ্রেনীর ছাত্র, লেখাপড়ার পাশাপাশি নানা রকম কাজের সাথে সে থাকে সবার আগে। তার উদ্যোগে আমরা উক্ত গ্রামের বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষের সাথে খোলামেলা আলোচনা করি। তারপর সবাই মিলে মিটিং-এর একটা দিন ঠিক করি। দিনটি ছিল ১ লা ডিসেম্বর ১৯৮৭ সাল। সেটাই বর্তমান এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠার দিন।

মোশারফ হোসেন খান

প্রথম সভার আগেই যেহেতু উদ্যোক্তাগণ নিয়মিতই বসতেন, সে কারণে সমিতি গঠনের প্রস্তাব প্রায় নিশ্চিতই ছিল। সে অনুসারে সবাই আলোচনার মাধ্যমে প্রথম সভায় "হাট-ভরতখালী সমাজ কল্যাণসমিতি"গঠন করা হয়। সমিতি কি, কি কাজ করবে, কিভাবে পরিচালিত হবে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রথম কমিটি যা গঠিত হয় ১৯৮৭ সালে

সভাপতি
অশোক কুমার সিনহা
সহ-সভাপতি
মোশারফ হোসেন খান
সাধারণ সম্পাদক
রাসেল আহম্মেদ লিটন
কোষাধ্যক্ষ
সত্যেন্দ্রনাথ চাকী
সদস্য
১) জামাত আলী
২) মোহন সিনহা
৩) শ্রী বিশ্বনাথ রায়

প্রথম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে রাসেল আহম্মেদ লিটনকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

সমিতির কার্যক্রম চলতে থাকে। সমিতির সদস্যগণ নিয়মিত চাঁদাদান ও সদস্য সংগ্রহ করতে থাকেন। চাঁদার টাকা সমিতির সদস্যদের মাঝে বিতরণ করার মাধ্যমে সমিতির কাজ চলতে থাকে। সদস্যগণ নিয়মিত মাসিক সভায় যোগদেন এবং যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া চলে নিয়মিত। ইত্যেমধ্যে সমিতির একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব সাধারণ সম্পাদককে দেয়া হয়।গঠনতন্ত্রে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, পরিচালনা নীতিমালাঅন্তর্ভুক্ত করতে হয়, সে বিষয়ে তাঁর তেমন কোন ধারণা ছিল না। অনভিজ্ঞতার কারণে সমিতির গঠনতন্ত্র প্রণয়নে তেমন অগ্রগতি হচ্ছিল না; কিন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল।

সমিতি গঠনের ৮ মাসের মধ্যে দেখা দেয় ১৯৮৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যা। বন্যায় প্লাবিত হয় সমগ্র এলাকা। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ছাড়া গাইবান্ধা এলাকার সবই চলে যায় পানির নীচে। মানুষ যে যার মত আশ্রয় নিয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের উপর। চারিদিকে খাদ্যের জন্য মানুষের চলছে হাহাকার।সমিতিরতরুন যুবকেরা সাধ্যমত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। বিপদাপন্ন মানুষদের সাহায্য করতে রাতদিন পরিশ্রম করেছেন। নিজ বাড়ির খাবার এনে বন্যার্ত মানুষের মুখে তুলে দিয়েছেন। বন্যার্ত মানুষের সাহায্যের জন্য প্রয়োজন অর্থেও; কিন্তু অর্থের যোগান কিভাবে হবে তা একটি কঠিন ভাবনার বিষয়। সে কারণে সমিতির জরুরীসভা ডাকা হয়। ১১ই জুলাই ১৯৮৮, ভরতখালী বাজারের কিয়াস মিয়ার গুদামঘরের সামনের মাঠে ১৯ জন সদস্যের উপস্থিততে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়; যার প্রধান উদ্দেশ্য বন্যা মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণ। বাবু অশোক কুমার সিনহার সভাপতিত্বে উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয় জানমাল ও গবাদিপশু উদ্ধার, বন্যার্তদের মাঝে খাবার বিতরণ, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদানও ঔষধ বিতরণ। উক্ত সভায় জামাত আলীর প্রস্তাবে সভার সদস্যদের অনুমোদনে সমিতির সদস্যদের চাঁদার টাকা থেকে বন্যার্তদের মাঝে খাবার বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ অতিসীমিত পরিমাণ হলেও সমিতির চাঁদার টাকায় বন্যার্তদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হয়।সমিতিরএই উদ্দ্যেগ এলাকার মানুষের আস্থা অর্জন ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে । পরবর্তীতে সংস্থায় নিয়োজিতদের কাজের প্রতি আরও উদ্যমী করে তোলে।বন্যার্তদের সহায়তার পর থেকে এলাকার সাধারণ মানুষ সমিতির সদস্যদের সম্মানের চোখে দেখতে শুরু করেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহল আরো ঈর্শান্বিত হয়ে ওঠে।

এ সময় এসকেএস-এর কোন সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র ছিল না; কিভাবে কোন কাজ পরিচালিত হবে সে বিষয়ে কোন রূপরেখাও ছিল না। পাশাপাশি সমাজের সুবিধাবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধিরা সদস্যদের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট করার প্রক্রিয়া চালিয়েই যাচ্ছিল।

ফলশ্রুতিতে সদসদের মাঝে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কয়েকজন সদস্য নিয়মিত সঞ্চয় প্রদান বন্ধ করেন এবং সদস্যদের মাঝে বিভাজন স্পষ্ট হতে শুরু করে। এ সময় কার্যক্রম পরিচালনা করতে সমিতির সদস্যগণ সামাজিকভাবে চাপের মধ্যেপড়ে যান। কিন্তু এসকেএস-এর সাহসী পদচারনায় অধিকাংশ সদস্য প্রভাবশালীদের ভয়ে ভীতনা হয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলার কৌশল নির্ধারণে সফলতার সাথে এগিয়ে আসেন।১৯৮৯ সালে সমিতির কমিটি পুনঃগঠনেরপ্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে, অশোক কুমার সিনহার পরিবর্তে মোঃ মোশাররফ হোসেন খান কে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এটাই ছিল এসকেএস এর প্রথম কমিটি পুনঃগঠন। আর যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি কোন সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র ছাড়াই পরিচালিত হয়ে আসছিল।উল্লেখ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার তিন বছর অতিবাহিত হলেও রেজিষ্টেশনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনুভূত হয়নি। এর থেকে বোধগম্য যে, সংস্থার উদ্যোক্তাগণ প্রাথমিক অবস্থায় যতটা না সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দাঁড় করানো, তার চেয়ে সমাজের মানুষের জন্য কাজ করার প্রতি অধিক আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু এ পর্যায়েসমিতির মধ্যে বিভেদ ও সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনা করে সদস্যগণ একাজে বিশেষ মনোনিবেশ করেন।

১৯৯০ সালে সমিতির সদস্যগণ হাট ইজারা নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাঁরা হাটের ইজারা পেয়ে যান। হাট ইজারা নেয়ার কারণে সমিতির সদস্যরা প্রভাবশালীদের আরো বিরাগভাজন হন। কারণ হাট ছিল প্রভাবশালীদের আয়ের একটি প্রধান উৎস। আয়ের উৎস সমিতির নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় প্রভাবশালীরা সমিতির অনিষ্ট সাধনে আরো তৎপর হয়ে উঠেন। সমিতির সদস্যরা তখন সমিতিকে একটি আইনগত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য রেজিস্ট্রেশন গ্রহণকরার প্রক্রিয়া শুরু করেন। সেই অনুসারে, ৩রা ডিসেম্বর ১৯৯০ সালের সভায় একটি খসড়া গঠনতন্ত্র সংস্থার সাধারণ সম্পাদক উপস্থাপন করেন যার উপরব্যাপক আলোচনা করা হয়। কিন্তু সেদিন উক্ত গঠনতন্ত্র পরিপূর্ণ না হওয়ায় সভা কর্তৃক গৃহীত হয়নি। একই সভায় সংস্থার রেজিস্ট্রেশনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। একই সভায় সংস্থার আয় বৃদ্ধির জন্য একটি ডেকোরেটর ব্যবসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ সমিতির আয়বৃদ্ধি ও অর্জিত অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় করা এবং সমিতির সদস্যদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে মুক্তিই ছিল সেসময়কার মূখ্য উদ্দেশ্য। আর সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সদস্যদের নিজস্ব চেষ্টা, মেধা, অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ভিত্তিতেই কর্মকান্ডের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়েছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় এসকেএস বিকাশ লাভ করেছে।

সংগঠনকে গতিশীল রাখার জন্য সদস্যদের চাঁদা নিয়মিতকরণ, রিক্সা ক্রয় করে ভাড়ায় চালানো, ডেকোরেটর ব্যবসা, হাট ইজারা নিয়ে তার তদারকি করা, নাটক ও গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে আয় করে প্রাথমিকভাবে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শুরুতে ভরতখালী গ্রামের পেশাজীবীদের নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল,কিন্তু পরবর্তীতে নানামূখী কর্মকান্ডের মাধ্যমে এসকেএস বিকশিত হতে থাকে। ইতোমধ্যে, সমিতির তহবিল বৃদ্ধির লক্ষ্যেসদস্যগণনিজেদেরকে নানা কাজে সম্পৃক্ত করেন।তা নিয়ে সমিতির সদস্যদের মধ্যে আগ্রহের সাথে সাথে স্বার্থগত বিষয় নিয়ে মতপার্থক্যও দেখা দেয়। উদ্ভুত অবস্থার প্রেক্ষিতে সদস্যগণ সাধারণ সভা আহবান করেন। ২০ মার্চ ১৯৮৯ ইং তারিখের সভায়জনাব জামাত আলীর প্রস্তাবে ও জনাব রেজাউল করিমের সমর্থনে জনাব মোশাররফ হোসেন খানসভাপতি ও জনাব রাসেল আহম্মেদ লিটনসাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। জনাব নুহু খলিফার সমর্থনে জনাব অশোক কুমার সিনহা সহ-সভাপতি ও জনাব সত্যেন্দ্রনাথ চাকী, কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এই সভাতেই সমিতির পুকুরের মাছ বিক্রী, নার্সারীর চারা বিক্রী করার সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত থেকে একটি বিষয় পরিস্কার বোঝা যায়, সে সময় প্রতিটি কাজই যৌথ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হতো। এর ভিতরে সমিতির পুনঃগঠনের মাধ্যমে কমিটির মধ্যে সুপ্ত সংকটের লক্ষণও ফুটে উঠতে থাকে। এ কারণেই প্রাক্তন সভাপতির পরিবর্তে সংস্থার নির্বাহী কমিটির আজ পর্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি জনাব মোশাররফ হোসেন খান কে সভাপতি নির্বাচন করে সংকট প্রশমনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

পূণঃগঠিত কমিটি (৩রা ডিসেম্বর ১৯৯০)

৬ মে ১৯৯১। এসকেএস উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে রেজিস্ট্রেশন লাভ করে। এই জিস্ট্রেশনের পরই সংস্থার কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোরঅধীনেপরিচালনা শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৯২ সালে আইনগত সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় কার্যক্রমআরম্ভ হয়। এই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ারকার্যক্রম শুরুর পূর্ব থেকেই সমাজ কল্যাণ সমিতির নিজস্ব কার্যক্রমযথা রিন্ন প্রকল্প, মৎস্য চাষ, নার্সারী, হাট ইজারা, ডেকোরেশন ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পথেকেঅর্জিত অর্থব্যয় করেকার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল।১৯৯১সাল পর্যন্ত সংস্থার নিজস্ব কোন অফিস ছিল না। প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেবাজারের মধ্যে একটি বসার জায়গা/অফিস কেনার সিদ্ধান্ত হয় এবং ১৯৯১ সালে ১১,০০০ টাকা ব্যয়ে ২০ ফুট/১২ ফুট একটি ঘর কেনা হয়। এটিই ছিল এসকেএস-এর প্রথম অফিস।

সংস্থার সাধারণ সম্পাদক যেহেতু লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড পরিচালনা করছিলেন এবং সংস্থার কর্মব্যাপ্তি ক্রমান্বয়ে বিস্তার ঘটছিল, সেকারণে স্বার্থান্বেষী মহলের কূটকৌশল অধিকহারে বাড়ছিল। প্রায়ঃশই তাকে নানা মামলায় জড়ানো হচ্ছিল, ফলশ্রুতিতে পরিবারের সদস্যরা চাননি তিনি এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজের ভবিষ্যত নষ্ট করুন। সংস্থার আর্থিক সাহায্য ও সহায়তা প্রাপ্তির সাথে সাথে এলাকায় সংস্থার বিরুদ্ধে ধর্মান্তরিত করার অপপ্রচারদ্রুত গতিতে বাড়ছিল। সে অপপ্রচার থেকে সংস্থার সদস্যদের কেউ কেউ মুক্ত থাকতে পারেননি; সংস্থার সদস্যদের মধ্যেও কেউ কেউ বিশ্বাস করতে শুরু করেন। কারণ তারা বিশ্বাস করতে পারেন নাই যে, মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য বিনা শর্তে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায় ।

১৯৯৫ সাল। সংস্থার ৫৪ জন সদস্য সংস্থার সম্পদ ভাগ করে নিয়ে চলে যান। এলাকার প্রভাবশালীদের ইন্ধন এ ভাগাভাগিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময়টি ছিল সংস্থার জন্য খুবই কঠিন সময় । এই সংকটের সময় সংস্থার নাম পরিবর্তন করে "সমাজকল্যাণ সংস্থা" করা হয়। এ সময় ছিল এসকেএস-এর সংকটকাল।এ কারণে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তনআনতে হয় এবং সংগঠনের প্রয়োজনে সংস্থার নির্বাহীকে ত্যাগস্বীকার করতে হয়। তখন সংগঠনের বিকাশে দাতা সংস্থার আগ্রহ থাকলেও তাঁরা এলাকায় কর্মরত প্রতিষ্ঠিত সংস্থার নির্বাহী প্রধানদের পরোক্ষভাবে মতামত গ্রহণ করতেন। সরাসরি উন্নয়ন সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে এসকেএস-এর প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাও ছিল। সে কারণে স্থানীয় কয়েকটি বেসরকারী সংস্থাসহ বিশেষকরে গণউন্নয়ন কেন্দ্র- এর নির্বাহী প্রধানের সাথে কর্ম-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। গণউন্নয়ন কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান সংস্থার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কিছু দিক নির্দেশনা দিতে থাকলেন। সংস্থার নির্বাহী প্রধান দিক নির্দেশনা বিষয়ে সংস্থার অন্যতম শুভানুধ্যায়ী জনাব মোশাররফ হোসেন খান-এর সাথে দীর্ঘ পরামর্শ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সংস্থার কমিটি পুনঃগঠিত হলো এবং গণ উন্নয়ন কেন্দ্র-এর নির্বাহী প্রধান সংস্থার নতুন সভাপতি হলেন এবং তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় সংস্থা পরিচালনা করতে থাকলেন। সাথে সাথে তার নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাধারায় এসকেএস-কেও গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান।

রে-

সভাপতি
মোশারফ হোসেন খান
সহ-সভাপতি
অশোক কুমার সিনহা
সাধারণ সম্পাদক
রাসেল আহম্মেদ লিটন
সহ-সাধারণ সম্পাদক
আখতারী বেগম
কোষাধ্যক্ষ
সত্যেন্দ্রনাথ চাকী
দপ্তর সম্পাদক
মোঃ জামাত আলী
সদস্য
১) শ্রী দিলীপ কুমার
২) শ্রী বিশ্বনাথ রায়
৩) মোঃ লাজু মিয়া

এ সভাতেই, সমিতির কার্যক্রম সম্প্রসারন ও আইনগতভাবে বৈধতার জন্য সমিতি সরকারি দপ্তরের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করার জন্য সমিতির সাধারণ সম্পাদককে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

এই প্রচেষ্টাকে সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালিণ সদস্যগণ এসকেএস-এর নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হিসাবে মনে করলেন। সংস্থার নিবেদিত প্রাণ সদস্যগণ সকলক্ষেত্রে সরাসরি প্রতিবাদ না করলেও সদস্যদের মাঝে চাপা অসন্তোষ সৃষ্টিহতে থাকে। ফলঃশ্রুতিতে সকলের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ বিষয়টি মূয়মান হতে শুরু করে। কর্মীদের মধ্যেও কিছুটা হতাশার সৃষ্টি হয়।

কর্মী নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার যাবতীয় বিষয় নতুন সভাপতি নিজের মত পরিচালনা করতে থাকেন। সংস্থার বিধি বহির্ভুত কর্মকান্ডের কারণে একজন বরখাস্তকৃত উর্ধতন কর্মীর চাকুরীতে পুণঃবহালের জন্য নির্বাহী পরিচালককে সভাপতি চাপ সৃষ্ঠি করেন। এবিষয়ে তাদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় সভাপতি ও নির্বাহী পরিচালকের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের মধ্যেদুরত্ব বাড়তে থাকে। এ দুরত্বের ফলঃশ্রুতিতেই সভাপতি তার অনুসারীদের নিয়ে সংস্থার নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করেন।

সংস্থা কেবলমাত্র সংগঠিত হয়ে উঠেছে ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের আস্থাঅর্জন ও সহায়তা পেতে শুরু করেছে, এমন সময় সভাপতি ও তার অনুসারীদের পদত্যাগে সংস্থার নির্বাহী পরিচালকও প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যরা শঙ্কার মধ্যে পড়েন এবং উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান করতে থাকেন।
পূর্বযোগাযোগ সুত্রে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বেসরকারি প্রতিষ্টান পপি-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মূর্শেদ আলম সরকার-এর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ করেন। সেই মোতাবেক জনাব মোশাররফ হোসেন খান কে সভাপতি ও মূর্শেদ আলম সরকারকে সহ-সভাপতি নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে মূর্শেদ আলম সরকার সভাপতি নির্বাচিত হন।

এসকেএস-এর কমিটির মধ্যে মতবিরোধের সুযোগে সংস্থার সাথে পূর্বে সম্পর্ক ছিন্নকারী সদস্য ও স্বার্থান্বেষী মহল একত্রিত হয়ে সংস্থার অস্তিত্ব বিনষ্ট করতে সক্রিয় হয়ে উঠে। এ সময় ভরতখালী বাজারে একটি খুন সংঘটিত হয়। সম্পর্ক ছিন্নকারী সদস্যরা ও স্বার্থান্বেষী মহল উক্ত খুনের মামলায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালককে মিথ্যা আসামী করেন। তারা সংস্থা বিরোধী নানা অপপ্রচারও চালাতে থাকেন। সংস্থার কর্মী, সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নিষ্ঠা ও দূরদর্শীতার কারণে সংস্থার গতিধারা সাময়িক বাধাগ্রস্থ হলেও দমিয়ে রাখতে পারেনি।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাহী পরিচালক উক্ত মামলা থেকে বেকসুর খালাস পান। এসময় সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা করাই ছিল মারাত্নক চ্যালেঞ্জ। সহায়তা ও সহযোগিতা তখন তার জন্য জরুরী ছিল; কিন্তু পরিবার, এলাকার প্রশাসন, কিংবা অন্য কোনখান থেকে নির্বাহী পরিচালক তেমন কোন সাহায্য ও সহযোগিতা পাননি। পরিবারের সদস্যদের তখন নির্বাহী পরিচালক কখন, কোন বিপদে পড়েন এই নিয়ে ছিল উদ্বেগ। কারণ, এই সংগঠন করতে গিয়ে তাঁকে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হচ্ছে ও সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

নির্বাহী পরিচালকের পরিবারের সদস্যরা তাঁর এসব কর্মকান্ডকে তাদের সামাজিক অবস্থান থেকে সমর্থন ও সহায়তা করেননি। কিন্তু নির্বাহী পরিচালক তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। শত বাধার মধ্যেও তাঁর লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকার কারণেই এসকেএস আজকের এই স্বানামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠতে পেরেছে।

প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনঃ

সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনের পথপরিক্রমা, কার্যপরিধির বিস্তার ও কার্যক্রম পরিচালনার সরকারি আইনগত সীমারেখার মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংস্থার প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সংস্থার নামেরওবিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনের সূত্রধরে, হাট ভরতখালী সমাজ কল্যাণ সমিতি (১৯৮৭-১৯৯২ সাল), সমাজ কল্যাণ সংস্থা-সকস/এসকেএস, (১৯৯২-২০০১ সাল), সমাজকল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) (২০০১-২০০৮), অতঃপর (২০০৮ সাল থেকে আজ অবধি)এসকেএস ফাউন্ডেশন-এ পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমিতি ও সংগঠনথেকে বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান। এসকেএস-এর পথ পরিক্রমায় সংস্থার বিকাশধারা পর্যালোচনা করলেএসকেএস-এর বিকাশের গতিপ্রকৃতিপরিস্কার হয়।প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিকাশের সাথে সাথে কৌশল ও সংস্থার নামেরপরিবর্তন হয়েছে।

কেবলমাত্র, কার্যক্রম বিস্তারের সাথেই নামের পরিবর্তন সম্পর্কিত নয়; বরং রাষ্ট্রীয় আইনগত কাঠামোতে কার্যব্যপ্তি নির্ধারিত থাকায় কতিপয় কার্য ও কর্মএলাকা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে নির্দিষ্টআইনের অধিনে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করতে হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সংস্থার নামের পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানের এসকেএস ফাউন্ডেশন একটি গতিশীল সংস্থা হিসাবে আইনগতভাবে রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে নিবন্ধিত, যা এর স্বকীয়তা ও অনন্যতা নির্ধারণ করেছে।

পরিবর্তনের ধারায় কার্যালয়ঃ

বর্তমানে গাইবান্ধায় অবস্থিত সুরম্য ভবনেসংস্থার প্রধান কার্যালয় দেখে মনে করার কোন কারণ নেই যে, এসকেএস প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এমন একটি ভবন তাদের কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করছে। এর পিছনে আছে বাধা-বিপত্তি অতিক্রমের এক অনন্য ইতিহাস। এসকেএস-এর প্রতিষ্ঠাকালে কোন কার্যালয়ই ছিল না। যেখানে মিটিং/সভা হতো, সেখানে বসেই সমিতির কার্যক্রম শেষ করা হতো। অর্থাৎ যেখানেই মিটিং, সেটাই অফিস। সে হিসাবে, ১৯৮৭ সালের ১লা ডিসেম্বর, শ্রী বিমলেন্দ্র সাহার বাড়ীর সামনের মাঠ থেকে যাত্রা শুরু করে ভরতখালী বাজার জনাব কিয়াস মিয়ার গুদামঘরের সামনের মাঠ, অতঃপর ১৯৯১ সালে ভরতখালী বাজারের ২০ ফুট/১২ ফুট দোচালা টিনসেড ঘর। এই ২০ ফুট দৈর্ঘ্য ও১২ ফুট প্রস্থের টিনের ঘরটিই এসকেএস এর প্রথম কার্যালয়। সেখানেই সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। ভরতখালীতে একটি সরকারী কাঁচারী বাড়ী পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। উক্ত পরিত্যক্ত বাড়ীটি এসকেএস অফিসের জন্য সরকারের কাছ থেকে লিজ গ্রহণ করে এবং সেখানে অফিস স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু এলাকার স্বার্থান্বেষী মহল সেটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। উক্ত গোষ্ঠীসরকারী দপ্তরে বেনামে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে উল্লেখ করেন,উক্ত অফিসে অস্ত্র রাখা হয় ও এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সরকার থেকে লিজ বাতিল করে এবং সেখান থেকে অতি দ্রুততার সাথে অফিস স্থানান্তর করে ভরতখালীতে বর্তমানে যে অফিস সেখানে কার্যক্রম শুরু করা হয়। এটিই ছিল এসকেএস-এর নিজস্ব অফিস। অতঃপর বর্তমানে গাইবান্ধায় প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয়। জনাব কিয়াস মিয়ার গুদাম ঘরের সামনের মাঠ থেকে ভরতখালী বাজারেরটিন সেডের ঘর, সেখান থেকে ভরতখালী কাঁচারীঘর হয়ে এসকেএস-এর ভরতখালীতে নিজস্ব অফিস। অতঃপর বর্তমানে গাইবান্ধা শহরের সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত ভবন। মাঝখানে পার হয়েছে ২৫টি চড়াই-উতরাই-এর বছর। আর সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করেই এসকেএস বর্তমানের অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

এসকেএস-এর প্রথম কার্যালয় ভরতখালী বাজার

ভরতখালী বাজার সংলগ্ন পরিত্যক্ত কাঁছারী ঘরে এসকেএস-এর অস্থায়ী কার্যালয়

ভরতখালী বাজারের পাশে এসকেএস-এর নিজস্ব কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাঘাটা

বর্তমানে এসকেএস-এর নিজস্ব প্রধান কার্যালয় কলেজ রোড উত্তর হরিণ সিংহা গাইবান্ধা-৫৭০০

প্রতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ:

সমিতি হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনার সময়েই এলাকার প্রভাবশালীদের নেতিবাচক মনোভাব ও সমিতি কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। উক্ত বাধা মোকাবেলা করতে সমিতিকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে আইনগত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সমিতির রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে, সমিতির সভায় ভরতখালী হাট ইজারা নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ইজারা নেয়।

হাট ইজারা নেয়ার পর থেকে এলাকার প্রভাবশালীদের মধ্যে একটি নেতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু হাঠ ইজারা নেয়ায় প্রভাবশালীদের স্বার্থে আঘাত লাগে সে কারণে তাঁরা নানাভাবে বিরোধিতা করতে থাকেন এবং সরকারী লোকদেরকেও প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রভাবিত করতে থাকেন। এরই ফলশ্রুতিতে সমিতির কোন কোন সদস্য সমিতির কার্যক্রমে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা থেকে বিরত থাকতে শুরু করেন। এরই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় এসকেএস সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে ১৯৯১ সালের মে মাসে হাট ভরতখালী সমাজ কল্যান সংস্থা নামে রেজিস্ট্রেশন লাভ করে।

সমিতির সদস্যদের চাঁদা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিহা দেখা যায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৯০ সালের ৩রা ডিসেম্বরের সভায় জনাব আফসার আলীর প্রস্তাবে জনাব মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে সাধারন সভায় একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি করা হয়। ২০ মার্চ ১৯৮৯ সালে একসভার মাধ্যমে কমিটি পুনঃগঠন, সদস্য চাঁদা আদায়, মাছ বিক্রয়, নার্সারীর চারা বিক্রয়, বিবিধ বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২০ ডিসেম্বর ১৯৯১। সংস্থার সাধারণ পরিষদের সভায় মহিলা সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং একই সভায় দুটি ইউনিয়নে নারী সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে অনুসারে এসকেএস তার কর্মএলাকার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করে। হাট-ভরতখালী সমাজ কল্যাণ সমিতি নামে সমিতি পরিচালিত হয়ে আসছিল। প্রেক্ষাপটগত বিচারে দেখা যায়, সমিতি করার প্রথম সদস্য ছিল বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী গোষ্ঠী।

সমিতির চাঁদা প্রদান, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনাসহ নানা কারণে সমিতির সদস্যদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীতে প্রকট আকার ধারন করে। সংস্থার স্বার্থে কৌশল ও ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে কমিটি পুনঃগঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

রেজিস্ট্রেশনের পরপরই সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়; কিছু সদস্য সমিতি ত্যাগ করেন। এসময় সমিতির কমিটি পুনঃগঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৯২ সালে সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধনপূর্বক নির্বাহী কমিটি ১১ সদস্য থেকে ৭ সদস্য করা হয়। সমিতির কার্মকান্ড আগের মতই চলতে থাকে। তবে এলাকায় নারী সদস্যদের নিয়ে দল গঠনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। সেই দলই বর্তমানের ক্ষুদ্রঋন কার্যক্রমের শুরু হিসাবে ধরা যেতে পারে।

সংগঠনের বিবর্তন ঃ

সংগঠন প্রতিষ্ঠার আগে এই তরুণ দলটির কাজ ছিল এলাকার যেকোন সমস্যা সমাধান করা। এলাকার তরুণ সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা। কিভাবে সমস্যা সমাধান করা যায় ও করণীয় নির্ধারণে আলাপ-আলোচনা হতো। তখন প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যরা নির্ধারণ করেছিলেনযে, এককভাবে বা কোন বিশেষ শ্রেণীরমাধ্যমে এ বিশাল সামাজিক সমস্যা সমাধানযোগ্য নয়। সেকারণে এলাকার গণ্যমান্য ও নের্তৃস্থানীয়দের সাথে আলাপ আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আলোচনা শুরু করেন; কিন্তু তেমন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। বরং স্বার্থান্বেষি মহল বিশেষকরে ঐ প্রভাবশালীরা এই তরুণদলকে নানাভাবে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করে এবং হয়রানীর শিকারও হতে হয়। সেখান থেকে আরো উপলব্ধি হয়, কোন প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ছাড়া এ সামাজিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। সাথে সাথে কেবলমাত্র তরুণ শ্রেণীর লোকের মাধ্যমেও এবিশাল সমস্যা সমাধান করা যাবে না। এর সাথে এলাকার সকল সাধারণ জনগণকেও সম্পৃক্ত রাখতে হবে। সেই উদ্দ্যেশ্যেই উদ্যোক্তাগণ এলাকার সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপণ করেন।ফলে প্রায় ৩০০ লোক এই উদ্যোগের সাথে একাত্নতা প্রকাশ ও একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ঐক্যমতপোষন করেন। তখনই মূলতঃ সমাজ কল্যাণ সমিতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। সেসময় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হলে তা প্রতিরোধ করা, দূর্যোগ মোকাবেলায় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা, সুদ-প্রথা তথা সামন্তবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছিল সংগঠনের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য। যেখানেই কোন সমস্যা হতো উক্ত সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যেতন এই দলের সংগঠিত সদস্যরা। সে কাজ করতে গিয়ে সমিতির সদস্যরা নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন; কিন্ত দৃঢ়তার সাথে তামোকাবেলা করেছেন।কখনো কখনো প্রভাবশালীদের সাথে মারামারি, মামলারও সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং আইনগতভাবে মোকাবেলাও করতে হয়েছে। তবে, সংস্থার সাধারণ সম্পাদককে মোকাবেলা করতে হয়েছে সব ধরনের বাধা-বিপত্তি। আর সমিতির অন্য সদস্যরা বিশেষ করে যারা তুলনামূলকভাবে বয়স্ক তারা সর্বদা সাধারণ সম্পাদককে সর্বাত্নক সহায়তা করেছেন।

এই সংগঠন কোন একক প্রচেষ্টার ফল হিসাবে বিবেচনার কোন সুযোগ নেই; এটা যৌথ প্রচেষ্টা সম্মিলিত উদ্যোগ ও সদস্যদের আন্তঃসহযোগিতার ফসল। সামাজিক সমস্যা সমাধান যেহেতু সংগঠনের প্রাথমিক ও মূল লক্ষ্য ছিল, সেকারণে যেখানেই কোন সমস্যা সেখানেই কমিটির কেউ না কেউ গিয়ে হাজির হতেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করলেও সে সময় সেটা করা ছিল দুরুহ ব্যাপার। কারণ, তিনি ছিলেন সে সময় স্কুলের ছাত্র। নিজেদের দ্বারা সমাধানযোগ্য সমস্যা হলে সদস্যরা সবাই মিলে সমাধানের চেষ্টা করতেন। নিজেদের দ্বারা সমাধানযোগ্য সমস্যা মনে না হলে, সবাই মিলে স্কুলের সামনে এসে জড়ো হতেন এবং স্কুল ছুটির পর সাধারণ সম্পাদকের আসার জন্য সবাই অপেক্ষা করতেন। তারপরসমস্যা সমাধানের জন্য গন্তব্যের দিকে সবাই মিলে রওনা হতেন।

সংগঠন ইতোমধ্যে গুছিয়ে উঠেজনসমর্থনের কারণে উদ্যোক্তদের মনোবল বৃদ্ধি পায়, যা সংগঠনকে গুছিয়ে উঠতে সহায়তা করে। ১৯৯১ সালে এলাকার দক্ষিণ অঞ্চলেস-াইক্লোন হয়। সেসময় সংগঠনের সদস্যরা এলাকার সর্বস্তরের মানুষের নিকট থেকে সাহায্য সংগ্রহ করেনএবং সেগুলো গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের অফিসে বিতরণের জন্য জমা দেন। এ কাজের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের সরকারিকর্মকর্তাদের সাথে সংগঠনের কর্মীদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে এই যোগাযোগ সংগঠনের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সংগঠন ইতোমধ্যে ধীরে ধীরে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। এমতাবস্থায় ১৯৯২ সালে "উন্নয়ন সহযোগী টিম-ইউএসটি" নামের একটি বেসরকারি সংস্থা সংগঠনের সাথে যৌথভাবে কাজ করার জন্য যোগাযোগ করে।

কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও কর্মী ঃ

১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাস্তবিক অর্থে কর্মী বলতে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও ২ জন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ তারিখের সভায় মহিলা সমিতির কর্মী নিয়োগ ও কর্মীদের বেতন ভাতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সংস্থার উল্লেখযোগ্য কোন আয় নেই; কিন্তু কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কর্মীর প্রয়োজন। সমিতির অন্যান্য সদস্যরা তাদের নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত। সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লোক বলতে একমাত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক। ইতোমধ্যে,"সমাজ কল্যাণ সংস্থা" নামে ৬ মে ১৯৯১-এসমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে রেজিস্ট্রেশন পায়। সংস্থার কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য সংস্থার সদস্যগণের কার্যকর উদ্যোগ ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ২০ ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখের সভায় সমিতির কার্যক্রম দু'টি ইউনিয়নে সম্প্রসারণের প্রস্তাবও অনুমোদন লাভ করে। পর্ববতী সময়ে কেবলমাত্র পুরুষ সমিতি ছিল কিন্ত উক্ত সমিতির কোন নাম ছিল না। যেহেতু, ১ টাকা ও ২ টাকা করে সমিতিতে চাঁদা নেয়া হতো, সেকারণে ১ টাকার সমিতি বা ২ টাকার সমিতি বা লিটনের সমিতি নামে পরিচিত ছিল। এ সভায় পুরুষ সমিতির নামকরণ করা হয় "সুখের সন্ধানে" এবং উক্ত সমিতির কার্যকরী সভাপতিকে উক্ত সমিতির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এভাবেই চলতে থাকে সংস্থার কার্যক্রম। ১৯৯১ সালের মে মাসের পূর্বপর্যন্ত সমিতির আইনগত ভিত্তি না থাকায়, সমিতির কিছু সদস্য অনেক সময় নিয়মিত চাঁদা দিতেন না। অনেকে অনিয়মিত ছিলেন। এ সময় কার্যক্রমকে আরো সুসংগঠিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৯২ সালে ইউএসটির সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে সংস্থার কর্মীদের কর্মব্যস্ততা বাড়ার সাথে সাথে সংস্থার উপকরণগত চাহিদা বাড়ে। এ সময় সংস্থার সদস্যরা চাঁদা তুলে সংস্থার নির্বাহী পরিচালককে একটি মোটরসাইকেল কিনে দেন।

এ সময় তৎকালীন সাঘাটা উপজেলারসমাজকল্যাণ কর্মকর্তা জনাব তাহাউজ্জামান বুলু "সমাজ সেবায় গ্রুপকরণ" নামে একটি বই দেন; যা অনুসরণ করে প্রথমে নারীদের নিয়ে দল গঠন করা হয়। প্রতিটি গ্রুপের সদস্য ছিল ২০-২২ জন। এই গ্রুপগুলো ছিল সঞ্চয় গ্রুপ। সেসময় চারজন কর্মী (সেলিনা, ফাতেমা, মান্নান ও রেজাউল) নিয়োগ লাভ করেন, তাঁদেরকে উক্ত গ্রুপগুলো পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।তখন প্রতিটি কর্মীকে মাসিক ৫০০ টাকা করে বেতনপ্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়; কিন্তুকোন উৎস থেকে উক্ত বেতন দেয়া হবে তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। উল্লেখ্য, সেসময় মোট ২২টি সমিতি ছিল যাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ব্যাংক একাউন্ট ছিল। সে সময় সমিতির সদস্যদের নিয়ে প্রতি বছর সম্মেলন করা হতো। এভাবে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত চলে। প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কাজ করছেন তা এলাকার সবাই জানতেন এবং ক্রমান্বয়ে সংস্থার পরিচিতি লাভ করে। ইতোমধ্যে ১৯৯৪ সালে"অজ্ফাম" নামের একটি প্রতিষ্ঠান এলাকায় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্যস্থানীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধান করছিল। এই সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানেরকর্মকর্তাজনাবগওহর নঈম ওয়ারা আসেন। তিনি শুনেছিলেন যে, এই এলাকায় এসকেএস নারী অধিকার, দরিদ্রতা দূরীকরণ, দূর্যোগ মোকাবেলা বিষয়ে কাজ করছে। অতঃপর তিনি প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এসকেএস-এর কাজের প্রতি আগ্রহ ও কর্মীদের সক্ষমতার বিষয়ে তার কোন সন্দেহ না থাকলেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ও বিদেশী সাহায্য ব্যবহারের শর্তের নিরিখে সরাসরি অর্থায়ন না করে, স্থানীয় অন্য একটি সংস্থার মাধ্যমে সংস্থাকে অর্থায়ন করেন। উক্ত কাজের প্রকল্পের মাধ্যমে এসকেএস ২৫০ নারীকে কাজের ব্যবস্থা করে। তাঁদের দৈনিক মুজুরি ছিল ৪০টাকা। এ কাজের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীরা উপলদ্ধি করতে পারেন যে, ভালভাবে কাজ করলে অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়। ১৯৯৫ সালে এ এলাকায় বড় বন্যা হয়।

এ সময় অক্সফাম এসকেএসকে বন্যার্তদের রিলিফ দেয়ার জন্য সরাসরি সহায়তা প্রদান করতে শুরু করে। সে কাজটি ছিল এসকেএস-এর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সে সময় সংস্থার কর্মী ফাতেমা, সেলিনা, রেজাউল ও বাদশা নৌকায় করে বন্যার্তদের মাঝে রিলিফ বিতরণ করে বেড়াতেন। কর্মীদের প্রচেষ্টায় এসকেএস এ কাজ সাফল্যের সাথে করতে সক্ষম হয়। এ কাজের মাধ্যমে দাতাদের আস্থা অর্জন করে এবং কর্মীরা আরো উজ্জিবীত হয় এবং এসকেএস সংগঠন হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে থাকে।

এ সময়ই "ব্র্যাক" তাদের সহায়তায় ৫টি স্কুল পরিচালার জন্য এসকেএসকে আমন্ত্রণ জানায়। ১৯৯৫ সালে প্রশিকা ২০০,০০০ (দুই লক্ষ টাকা)কৃষিকার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়তা করে। উল্লেখ্য, প্রশিকার টাকা ছিল প্রথম কোন সরাসরি অর্থ সহায়তা। সেসময় এসকেএস এর ক্ষমতা ও দক্ষতার বিচারে দুই লক্ষ টাকা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য বিশাল একটি অংক। প্রশিকা প্রতিটি সংস্থাকে চেক গ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক চেক গ্রহণ করতে ঢাকা যান। সকল সংস্থার প্রতিনি-ধিরা চেক নিচ্ছেন; যে যার মত চলে যাচ্ছেন। কিন্তু এসকেএস এর নির্বাহী পরিচালককে অপেক্ষা করতে বলা হলো। তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন। অপেক্ষার সময় আর শেষ হয় না। দিন শেষে বিকাল হলো। অবশেষে,তাকে পরের দিন আসতে বলা হলো। তখন মাথায় নানা চিন্তা ঘুরছিল, আদৌ তিনি চেক পাবেন কিনা। যথারীতি পরের দিন আবার গেলেন, অপেক্ষার অবসান হলো। এসকেএস নির্বাহীকে ডাকা হলো।তিনি চেক পেলেন।সেই দেরীর কারণহলো চেকে এসকেএস-এর নাম ভুল লেখা হয়েছিল। সেকারণেই পরের দিন নাম সংশোধন করে চেক প্রদান করা হয়। সে চেক চার দিন পর ফটোকপি রেখে ব্যাংকে জমা দেয়া হয়। এই চেকের মাধ্যমে টাকা পাওয়ার খবর জানার সাথে সাথে এলাকায় প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বার্থান্বেষীমহল সংস্থার কর্মকান্ড নিয়ে নানা রকম বিভ্রান্তি ছড়াতে শুরু করেন। বিদেশী টাকা নিয়ে এলাকার নারীদের খ্রীস্টান বানানো হচ্ছে বলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলঃশ্রুতিতে কোন কোন সদস্য বিভ্রান্তও হন। কিন্ত সংস্থার কর্মী ও কমিটির সদস্যদের চেষ্টায় সংস্থা সে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, অক্সফাম-এর সহায়তায় এ সময় থেকে কর্মীদের মাসিক ১,৫০০/- টাকা করে বেতন দেয়া সম্ভব হয়।

সংস্থার কর্মী নিয়োগঃ

১ ডিসেম্বর ১৯৮৭।জনাবরাসেল আহম্মেদ লিটন সাধারণ সম্পাদক ও জনাব আফসার আলীঅফিস পিয়ন হিসাবে নিয়োগের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। ২রা জানুয়ারি ১৯৯২ তারিখেজনাব আব্দুল মান্নান উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে যোগদেন। একই সালে জনাব ফাতেমা বেগম ওজনাব আব্দুল লতিফ, উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে এবং জনাব আলতাফ আলী অফিস পিয়ন হিসাবে যোগদেন। পরবর্তীতে জনাব সেলিনা বেগম উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে যোগদেন। ১৯৯৫ সালের মধ্যে যে কয়জন কর্মী সংস্থার কর্মী হিসাবে ছিলেন তাদের মধ্যে জনাবইউনুস আলী, জনাববাদশা মিয়া, জনাবআলী আকবর অন্যতম। কিছুদিন পরে জনাবমাহফুজা আক্তার, জনাবশফিকুল ইসলাম কর্মী হিসাবে আসেন। ১৯৯৭ সালে সংস্থার ব্যপ্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে জনাব উজ্জল মিয়া, জনাবআলী আকবর, জনাবমাহতাব হোসেন,জনাব সহিদুল্লাহ শিশির, জনাব সিথিরানী সাহা, জনাবমুন্নী খাতুন কর্মী হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৯৭ সালের পর থেকে সংস্থার কর্ম পরিধির সাথে সাথে কর্মীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। বর্তমানে যা বিশাল কর্মী বাহিনীতে পরিনত হয়েছে। সে সময় এসকেএস-কে কর্মী খুজে এনে নিয়োগ দিতে হতো, কিন্ত বর্তমানে এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার চিত্র আলাদা, যা সংস্থার মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার আলোকে মানব সম্পদ বিভাগের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমঃ

আপাতঃদৃষ্টিতে এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর বর্তমানের অবস্থা দেখে এর বিকাশধারা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা পাওয়া যাবে না। সংগঠনের কার্যক্রম ও কর্মএলাকার বিস্তারের সাথে সাথে মূল উদ্দ্যেশ্যের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে ও মাত্রাগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সীমিত কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য যথা সামাজিক শোষণ, নিপীড়ন নিরসনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করলেও সময়ের পরিবর্তনের সাথে এর ব্যাপ্তি ও মাত্রাগত পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে সরকারের কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সংস্থার উদ্দেশ্যও পরিবর্তনকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়, যা সংস্থার বিকাশ কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে, সে সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্য করবে।

১৯৮৭-১৯৯১ সাল পর্যন্ত সামাজিক শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা ছিল সংগঠনের উদ্যোক্তাদের প্রধান কাজ। এর পাশাপাশি হাট কেন্দ্রীক সদস্য সংগ্রহ, চাঁদা সংগ্রহ ও সমিতির সদস্যদের ব্যবসার পুঁজির যোগান দেয়া ছিল অন্যতম কার্যক্রম। এ কাজের পাশাপাশি সংগঠনসক্ষমতার সাথে গড়ে তোলার প্রতি আগ্রহী হওয়া ও সমিতিকে আইনগতভাবে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে রেজিস্ট্রেশন নেয়ার মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হতে থাকে।

১৯৯১-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত মৌলিক চাহিদাপূরণে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যে সংগঠনের মৌলিক কার্যক্রম অনেকটাই সীমিত ছিল। পাশাপাশি সংস্থার অর্থনৈতিক কার্যক্রম যথাঃ গ্রামভিত্তিক সমিতি গঠন ও সংস্থার অর্জিত অর্থ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। এ সময়কালে, বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও এলাকার মানুষের দূর্যোগকালীন সার্বিক সহায়তা প্রদান করতে থাকে। উল্লেখ্য, প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করলেও সংস্থার মানবিক কার্যক্রমও চলতে থাকে। ১৯৯৩ সালে এসকেএস একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে উক্ত এতিম শিশুদের সরকার অনুমোদিত এতিমখানায় স্থানান্তর করে এবং আইনগত সীমার মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এসকেএস এর এতিমখানা প্রতিষ্ঠা উদ্যোক্তাদের সামাজিক কাজের মানসিকতার একটি উদাহরণ।

১৯৯৭-২০০২ সাল পর্যন্ত কার্যক্রমের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সংস্থা আরো অধিকহারে প্রকল্পভিত্তিক কাজের বিস্তার ঘটাতে থাকে। দাতাদের সহায়তা বৃদ্ধি ও কার্যক্রমে নানামূখী ধারায় বিস্তার লাভ করতে থাকে। এসময়কাল ছিল এসকেএস-এর বিকাশমান কালের শুরু। যদিও সকল কার্যক্রমই দাতাদের সাহায্যনির্ভর ছিল, তবুও মৌলিক চাহিদাপূরণ, দক্ষতাবৃদ্ধি ও অধিকার আদায়ের কর্মকৌশলগত কার্যক্রমসুমহ এ সময়ে শুরু হয়।

২০০৩-২০০৭ সাল পর্যন্ত এসকেএস "কর্মসূচিভিত্তিক এপ্রোচ"-এ কার্যক্রম শুরু করে। এ সময়কাল সংস্থার জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ। ২০০৩ সালে এসকেএস-এর বিকাশধারা ও উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের জন্য একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে সংস্থা ভবিষ্যতে কোন কোন লক্ষ্য অর্জন করতে চান এবং কি কৌশলে উক্ত লক্ষ্যসমুহ অর্জন করতে চান তা নির্ধারণ করা হয়। এই সময়কালে সংস্থার সকল কার্যক্রম সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির অধীনে আনা হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সমন্বিত লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় এবং বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করা হয়। উক্ত কৌশলগত পরিকল্পনা ২০০৭ সালে শেষ হলেও ২০০৯-২০১৪ সালের জন্যপরবর্তী কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, ২০০৭-২০০৯ সাল সংস্থা তার বিরাজমান কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

২০০৯-২০১৪ সাল মেয়াদে এসকেএস-এর কর্মসূচির ব্যাপ্তি প্রসারিত হয় এবং সংগঠনকে পুরোমাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আনায়নে কর্মকৌশল নির্ধারিত হয়। এসকেএস-এর ২য় কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে সংস্থার কার্যক্রমকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশগত উন্নয়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রমের অধীনে ভাগ করা হয়। একই সাথে উক্ত উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্জিত লক্ষ্য কিভাবে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে, তা নির্ধারণ করা হয়। এসময় বিরাজমান প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালাসমূহ প্রণয়ন ও প্রণীত কৌশলগত পরিকল্পণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিমার্জন করা হয়। উক্ত সময়কালে এসকেএস প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে সামাজিক ব্যবসা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পণা এবং উদ্যোগ গ্রহণ করে। তৃতীয় কৌশলগত পরিকল্পণা বাস্তবায়ন শুরুরপূর্ব থেকেই সংস্থার আত্মনির্ভরশীলতার পথে অগ্রগতি অর্জন করতে শুরু করেছে।

এসকেএস ২০১৪-২০১৯ সালের জন্য উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং এসময় সংস্থার তৃতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। উক্ত কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে বর্তমানে সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মোট ৪টি সেক্টরের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে। সেক্টরসমূহ হলোঃ সামাজিক ক্ষমতায়ন সেক্টর; পরিবেশগত সেক্টর; মানসম্মত মৌলিক সেবা সেক্টর; এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সেক্টর। সংস্থা তার বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচিউপরোক্ত সেক্টরের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করছে। প্রতিটি কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি লক্ষ্যই বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সার্বিকভাবে, এসকেএস তার প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যেমে সরকারের জাতীয় উন্নয়ন-এর লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করছে।

সামাজিক শোষনের প্রতিবাদ, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে এসকেএস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এসকেএস তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ধারণ ও লালন করে আসছে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সার্বিক ও সমন্বিত উদ্যোগে প্রাথমিক লক্ষ্য যথা- সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও হতদরিদ্র অবস্থা থেকে মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্য ইতোমধ্যে অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে। দেশের মানুষের ব্যাপক অংশ চরম-দারিদ্র্য অবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি এসকেএস প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মনির্ভরশীলতার পথে অগ্রসর হচ্ছে। এসকেএস-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উন্নয়নের গতি তরান্বিত করা, বিরাজমান শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি উক্ত সেবাসমুহের সুযোগ সৃষ্টি করা তার সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে বিবেচনা করছে। এই সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রতিপালনের জন্য এসকেএস বর্তমানে সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে ইতোমধ্যে গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আগামী দিনে আরো উন্নত ও মানসম্পন্ন সেবার সুযোগ সৃষ্টির পরিকল্পনাও প্রক্রিয়াধীন। উক্ত কার্যক্রমসমূহ প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এসকেএস প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বিভিন্ন পর্বে যে সব উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে তার সার্বিক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. সামাজিক শোষণ বঞ্চনার প্রতিবাদ ও মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রম:

এসকেএস ১৯৮৭-১৯৯১ পর্যন্ত মূলতঃ গ্রামের তরুণদের প্রতিষ্ঠিত সমিতি পর্যায়ে কাজ করেছে। তখন উদ্যোক্তাদের কল্পনার বিস্তার এলাকার সামাজিক সমস্যা সমাধান, অন্যায়ের প্রতিবাদ, দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করা এবং সাহায্যেরজন্য আয়ের ব্যবস্থা করারউদ্যোগগ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময় বাজারকেন্দ্রিক সমিতির মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। বাজারকেন্দ্রিক কার্যক্রমের মধ্যে বাজারের ব্যবসায়ীদের সংগঠিত করা, সাপ্তাহিক চাঁদা সংগ্রহ ও উক্ত চাঁদার টাকায় সমিতির সদস্যদের ব্যবসায়িক পুঁজি সহায়তা প্রদান করা ছিল অন্যতম কার্যক্রম। এ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

২. মৌলিক চাহিদা পূরণেসামাজিক সচেতনতা ও প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম:

১৯৯১-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এসকেএসজনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের সাথে সম্পৃক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ পর্যায়ের প্রথমভাগে দাতা সংস্থার সরাসরি সাহায়তা ছাড়া কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সবাই কাজ করছিল স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে। আয় বলতে নিজেদের উদ্যোগে নানামুখি কাজের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ব্যয় করে সামাজিক উন্নয়মূলক কাজ পরিচালিত হয়। এসকেএস১৯৯২-১৯৯৩ সালে মৎস্য চাষ প্রকল্প, রিঙ্গ প্রকল্প, ডেকোরেশন প্রকল্প, নার্সারী প্রকল্প, কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, হাট বন্দোবস্ত প্রকল্প সদস্যদের নিজস্ব অনুদান হতে তহবিলের মাধ্যমে সংস্থার ব্যয় মেটানোর জন্য আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনা করে। ১৯৯৪সালেএডাব-রংপুর এর সদস্যপদ লাভ করে এবং উক্ত কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়। গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) প্রকল্প ঋণ হিসাবে সংস্থাকে ৮০,০০০/-টাকা ঋণকর্মসূচির জন্য প্রদান করে, যাক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়। একই বছর "ওয়ার্কস ক্যাম্পস এস্যোসিয়েশন" এর সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৯৫ সালে ব্র্যাক বয়স্ক ও শিশুদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, বন্যা পরবর্তী ত্রাণ ও পুণবার্সন প্রকল্প, অক্সফাম-জিবি ও প্রশিকা-এর সহায়তায় সাঘাটা উপজেলায় বন্যার্ত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়তা প্রদান করে। একই বছর "এনজিও ফোরাম ফর ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই এ্যাণ্ড স্যানিটেশন" থেকে নিরাপদ পানি ও পরিচ্ছনতা বিষয়ে জনসচেতনতা প্রকল্প ও নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে জনসচেতনতা কার্যক্রমপরিচালনার জন্য সাহায়তা লাভ করে। এনজিও ও সুশীল সমাজ সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে সামাজে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অনুশীলন, দলগঠন, স্কুল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি, পানিতে আর্সেনিক পরীক্ষার কার্যক্রমে এনজিও ফোরাম সহায়তাপ্রদান করে। উক্ত সময়কালে সংস্থার কার্যক্রম মূলতঃ কয়েকটি প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল।

১৯৯৫ সাল থেকে সংস্থার সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে এবং কার্যক্রমের মাত্রা বাড়তে থাকে। কিন্তু সংস্থার সার্বিক ব্যয় নির্বাহ করাই ছিল বড় প্রতিবন্ধকতা। এসময়ে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সংস্থার কার্যক্রম ও কর্মরত কর্মীদের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন অর্থের কোন বিকল্প উৎস না পেয়ে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, জনাব রাসেল আহম্মেদ লিটন সেভ দ্য চিলড্রেন-ইউকে-এর একটি প্রকল্পে চাকুরী করতে জামালপুরে চলে যান। সেসময় জনাব রফিকুল ইসলাম সরকার, সেভ দ্য চিলড্রেন-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী,জনাব রাসেল আহম্মেদ লিটন উক্ত "রিলিফ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রকল্পের" টিম লিডার হিসাবে যোগদেন। কর্মসূত্রে জনাব রফিকুল ইসলাম এসকেএস সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সংস্থা পরিদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে সংস্থা পরিদর্শনের পর থেকে জনাব রফিকুল ইসলাম সরকার,জনাব রাসেল আহম্মেদ লিটনকে উৎসাহিত ও পরামর্শ প্রদান করতেন। উক্ত প্রকল্প শেষ হওয়ার পর তার উদ্যোগে প্রকল্পে ব্যবহৃত ৪টি পুরাতন বাইসাইকেল এসকেএসকে প্রদান করেন। যদিও সহায়তা সামান্য তবু উক্ত সময়ের প্রেক্ষিতে উক্ত সহায়তা ছিল উল্লেখযোগ্য। এরই ধারাবাহিকতায়জনাব রফিকুল ইসলাম সরকার সংস্থার সাধারণ পরিষদের সদস্য এবং পরবর্তীতে নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এসকেএস-এর কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা তখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে গিয়ে জনাব রাসেল আহম্মেদ লিটন সাপ্তাহিক ছুটির ২ দিনে কর্মস্থল জামালপুর থেকে চলে আসতেন।

সংস্থার প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে আবার কর্মক্ষেত্রে চলে যান। সাথে সাথে এক বছর নিজের চাকুরীর বেতনের অর্ধেক টাকায় সংস্থার কর্মীদের সামান্য সম্মানী দিয়েছেন; বাকী টাকায় পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করতেন। এভাবেই এগিয়ে চলে এসকেএস এর কার্যক্রম।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ স্মল ও কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন প্রকল্প ঋণ হিসাবে ১০০,০০০/- টাকা প্রদান করে, উক্ত অর্থ ঋণকর্মসূচীতেব্যবহার করা হয়। একই বছর এসকেএস, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সদস্যপদ লাভ করে, যা সংস্থার জন্য একটি উল্ল্যেখযোগ্য অর্জন। ১৯৯৬ সালে ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টারী সার্ভিসেস (আইভিএস) সংস্থার দক্ষতা ও সামর্থ উন্নয়ন প্রকল্প সহায়তা প্রদান করে। একই বছরজুলাই মাসে,পিকেএসএফ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ইনকাম এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম (আইইজিপি)সহায়তা প্রদান করে। এ সময় থেকে এসকেএস-এর কার্যক্রমে গতি লাভ করে। ১৯৯৬ সালে পিকেএসএফ-এর পার্টনারশীপ লাভ করে ও তাদের পরামর্শে সংস্থার কাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়।১৯৯৭ সালে অক্সফাম সংস্থাকে কোর পার্টনার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এ সময় অক্সফাম প্রকল্পের কর্মীদের ৫,০০০ টাকা করে বেতন নির্ধারণ করে। একই সাথে সংস্থাকে একটি ৮০ সিসি মোটর সাইকেল প্রদান করে। সংস্থার জন্য এটা ছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট। সংস্থার বিকাশমান ধারার সূচনা পর্ব হিসাবে এ সময়কে বিবেচনা করা যেতে পারে। ইতোমধ্যে এসকেএস-এর নানা অফিসের সাথে যোগাযোগ-এর কারণে জনাব রাসেল আহম্মেদ লিটনকে রাজধানী ঢাকায় প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতে ও থাকতে হতো। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে গাইবান্ধা থেকে ঢাকায় লোকাল ট্রেনে প্রায়ই দাড়িয়ে ভ্রমণ করতে হতো। তখন ট্রেনে এসে নামতেন কমলাপুর স্টেশনে। আর থাকার জন্য ঢাকায় ভরতখালীর পাশ্ববর্তী গ্রাম বাঁশহাটা গ্রামের একজন শিক্ষক ও সমাজসেবক, জনাব সামসুল হক এর মেস-এ উঠতেন। জনাব সামসুল হক তখন থাকতেন ঢাকার শাজাহানপুরে। একটি বেসরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এই মেসেরএক রুমে তিনি থাকতেন অন্য দুইজনের সাথে। তিনিই মূলতঃ ১৯৯৫ সালের দিকে ঢাকা শহরের অলিগলি চিনিয়েছেন এসকেএস-এর আজকের নির্বাহী প্রধানকে। সেখানেই তিনি, নির্বাহী প্রধানকে খাটে জায়গা দিয়ে নিজে ঘুমাতেন ফ্লোরে। মানুষের এই সহযোগিতা নির্বাহী প্রধানকে তার নিজের কাজের প্রতি উৎসাহিত ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছে।

৩. মৌলিক চাহিদাপূরণ, দক্ষতাবৃদ্ধি ও অধিকার আদায়ের কর্মকৌশলগত কার্যক্রম:

১৯৯৭-২০০০ ছিল সংস্থার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সময়। এ সময়কালে প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র বিকশিত হতে শুরু করেছে। প্রতিষ্ঠান এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আলোকে বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হতে শুরু করে। সে সব প্রকল্পসমূহের অধিকাংশই মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, এলাকার মানুষ তথা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতাবৃদ্ধি ও তাদের অধিকার আদায়ের কৌশলগত বিষয় নির্ভর ছিল। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সংস্থা তার উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়ক হিসাবে কাজ পরিচালনা করে আসছিল। এ বছরই অক্সফাম একটি প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা প্রদান করে। উক্ত প্রকল্পের কর্মীদের জন্য বেতন নির্ধারণ করে। প্রতিষ্ঠার ১০ বছর পর এই প্রথম বেতনভুক্ত কর্মী নিয়োগ করা হয়। এর আগে কর্মীরা অনিয়মিত সম্মানী লাভ করতো। অনেক সময় তা প্রদান করা হতো উপকরণের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সাল ছিল সংস্থার গড়ে উঠার বিকাশের প্রথম ধাপ।

১ মে ১৯৯৭ হতে-৩০এপ্রিল ২০০০ সালের জন্য অক্সফাম-জিবি ইন্ট্রিগ্রেটেড চর ডেভলপমেন্ট প্রোজেক্ট (আইসিডিপি)-এর মাধ্যমে চরের মানুষের জীবিকায়নও ১৯৯৭ সালে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প-এর মাধ্যমে সংস্থার স্বাস্থ্যখাতে কাজের সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচিতে ঢাকা কমিউনিটি হসপিটাল (ডিসিএইচ) সহায়তা প্রদান করে। একই বছর, মনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি (এমসিসি) চর এলাকায় কৃষিভিত্তিক সহযোগিতা প্রকল্প (সিপিএস)-এর মাধ্যমে চর এলাকায় কৃষিউন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায়সহায়তা প্রদান করে। এই বছর সংস্থা ক্রেডিট এণ্ড ডেভলেপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)-এর সদস্যপদ লাভকরে। এই সদস্যপদলাভের মাধ্যমে সংস্থার ঋণকার্যক্রম ও সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গতি পায়। অক্সফাম-জিবি, ১৯৯৭-২০০৯ সাল মেয়াদেরিভার বেসিন প্রোগ্রাম(আরবিপি)-এর মাধ্যমে নদীপাড়ের মানুষের আত্ন-উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কার্যক্রম এবং দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস ও বিপদাপন্ন জীবিকা প্রকল্প- খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ প্রশমন, প্রস্তুতি পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করে। এসব প্রকল্প ও সহায়তা সংস্থাকে উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে নিজেকে পরিচিত করার সুযোগ পায়। সংস্থার কর্মী ও পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণ তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রমাণে অধিক মনোযোগী হয়। উক্ত দাতা সংস্থাসমূহের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা অন্যান্য দাতা সংস্থার কাছে পরিচিত করতে সহায়তা করে এবং আস্থা অর্জনে ভূমিকা পালন করে। এসকেএস এসময় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলেও এর ব্যবস্থাপনাগত সীমাবদ্ধতা অনুভব করে। দাতা সংস্থার প্রতিনিধিগণও সংস্থার নির্বাহী পরিচালককে এ বিষয়ে আরো উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। এসকেএস দাতাদের পরামর্শ অনুসারে, সংস্থার কর্মীদের গুনগত ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর কর্মীদের মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এসকেএস আন্তরিকভাবে তার প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এরই মধ্যে ১৯৯৮সালে শুরু হয় প্রলয়ঙ্করী বন্যা। উক্ত বন্যার সময় আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে এসকেএস-এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।বন্যায় সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলায় বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বন্টন ও পুনর্বাসন প্রকল্পে অক্সফাম, কেয়ার বাংলাদেশ ও এমসিসি সহায়তা প্রদান করে। একই বছর কানাডিয়ান হাই কমিশন গ্রামীণ এলাকায় পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন প্রকল্প সহায়তা প্রদান করে। এটা ছিল কোন দাতা সংস্থার সরাসরি প্রথম সহায়তা। এসময় এসকেএস ডিজাস্টার ফোরাম-এর সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৯৯ সালে দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম ইন্ট্রিগ্রেটেড ফুড এ্যাসিসটেন্ট ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইএফএডিইপি-১) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে।এটিই ছিল সংস্থার জন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যক্রম পরিচালনার প্রথম অভিজ্ঞতা। এরই ধারাবাহিকতায় এসকেএস বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এ সব কার্যক্রম মানুষের মৌলিক চাহিদাপূরণ, অধিকার আদায় ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

১৯৯৯ সালে নেদারল্যাণ্ডস দূতাবাস সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ক ধারণা প্রচার প্রকল্প (জিসিডিসি)-এর মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে। একই বছর এসকেএস এএলআরডি এর সদস্যপদ লাভ এবং খাস জমি বন্দোবস্ত বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ বছরেই ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)-এর পার্টনার হিসাবেস্থানীয় সরকার কার্যকরকরণে সংস্থার সামর্থবৃদ্ধি কার্যক্রম "স্ট্রেনদেনিং লোকাল গভর্নমেন্ট(এসএলজিপি) প্রজেক্ট"বাস্তবায়ন শুরু করে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসকেএস বিভিন্নমূখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

উক্ত অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে বৈচিত্রপূর্ণ নানা প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হিসাবে কাজ করে।ইউএসএআইডি-কেয়ার বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায়২০০০ থেকে ২০০৪ সাল মেয়াদী ফ্লাড প্রুফিং প্রোজেক্ট (এফপিপি)-এর মাধ্যমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে। একই বছর প্রশিকার সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিকসামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প গ্রহণ করে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ বাড়তে থাকে এবং বিভিন্ন ফোরাম ও সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০০০ সালে ফোরাম ফর এগ্রিকালচার মুভমেন্ট, রিভার বেসিন ডেভলেপমেন্ট ফোরাম (আরবিডিএফ), বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, গাউসুল আজম বিএনএসবি আই হসপিটাল এণ্ড আইটিডিজি নেটওয়ার্কিং সদস্যপদ লাভ করে। ফলে সংস্থার পরিচিতি ও কর্মীদের কর্মস্পৃহা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সুনাম ধীরে ধীরে বিস্তার ঘটতে থাকে। তবে অনভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বিষয়টি সামনে আসতে থাকে। সংগঠনের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাদেখা দেয়। ২০০০ থেকে২০১০ সাল পর্যন্ত, ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন এ্যান্ড ভালনারএ্যাবল লাইভলিহুড প্রোগ্রাম (ডিআরআরভি)-এর আওতায় অক্সফাম-জিবি-দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমণ, নারীর ক্ষমতায়ণ, নেতৃত্ববিকাশ, জীবিকা উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়তা প্রদান করে। উক্ত সময়ে আন্ধেরী হিলফি বন-জার্মানী-এর সহযোগিতায়, সোসিও-ইকোনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অফ ওম্যান এ্যাণ্ড হার্ডকোর পুয়র প্রজেক্ট (এসইইঅফ ডব্লিউএইচসিপি)-এর আওতায় জনসংগঠনের সামর্থ্য বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, ন্যায়বিচারপ্রাপ্তি ও সেবায় অভিগম্যতা, আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে। উক্ত সময়কালে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহএলাকার দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদাপূরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। একই সাথে এসকেএসও তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও যোগ্যতা দাতাদের কাছে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।

৪. কর্মসূচিভিত্তিক এপ্রোচ / কর্মসূচিভিত্তিক এপ্রোচে কর্মসূচি বাস্তবায়নঃ

এসকেএস ইতোমধ্যে তার কার্যক্রমের বিকাশসাধন করেছে। অনেক দাতা সংস্থা তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নে এসসেএসকে একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা শুরু করেছে। কর্মসূচী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাগত বিবেচনায় অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০০৩ থেকে ২০০৭ সাল মেয়াদকাল এসকেএস এর জন্য পূর্ণমাত্রায় বিকাশমান কাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সাল মেয়াদকালে, সংস্থার সাথে দাতা সংস্থার কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যোগাযোগ ও উক্ত সংস্থার সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে কাজের অভিজ্ঞতার ফলে, তারা সংস্থার প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। ২০০০ সাল ও তৎপরবর্তীকালে দাতা সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০১ সাল থেকে সংস্থার কার্যক্রম ও দাতাদের সাহায্যের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে বিস্তার লাভ করতে থাকে। উল্লেখ্য, উক্ত মেয়াদে প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম থেকে সংস্থায় কর্মসূচিভিত্তিক এপ্রোচে কার্যক্রম শুরু হয়। এসময় প্রকল্পগুলোকে কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিস্তারে অগ্রসর হয়। প্রথম কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম থেকে কর্মসূচিভিত্তিক কার্যক্রমে উত্তরনের পর্যায় হলেও, উক্ত প্রক্রিয়াগত কারণে প্রতিষ্ঠান কর্মসূচিভিত্তিক এপ্রোচে পূর্ণমাত্রায় আসতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সময় লাগে। তার আগ পর্যন্ত প্রকল্পভিত্তিক ধারায়ই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি:

অর্থনৈতিক উন্নয়নও ক্ষমতায়ন কার্যক্রমের অধীনে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অন্যতম। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে সাথে সুবিধাভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এসকেএস সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে সমন্বয় সাধন করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুবিধাভোগিদের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে।

খ) সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি:

সামাজিক কর্মসূচির অধীনে এসকেএস অধিকাংশ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সামাজিক কর্মসূচির অধীনে এসকেএস উক্ত মেয়াদকালে যে সব ক্ষেত্রে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে তা সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি:

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে এসকেএস ধারাবহিকভাবেসমাজভিত্তিক জনসচেতনা ও সহায়তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এই সময়কালে এসকেএস স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ২০০২-২০০৭ সাল মেয়াদে বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফএর সহায়তায় পল্লী অঞ্চলে স্যানিটেশন, হাইজিন এডুকেশন এ্যাণ্ড ওয়াটার সাপ্লাই ইন বাংলাদেশ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্পের অধীনেনিরাপদ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা, স্বল্পমূল্যে ল্যাট্রিন বিতরণ ও নলকূপ স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। ২০০২ সালে হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল (এইচকেআই)-এর সহায়তায় অপরিহার্য পুষ্টি কার্যক্রম (ইএনএ) প্রকল্পের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক জনসচেতনতা ও বসতভিটায় সবজিচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ২০০৭-২০১২ মেয়াদে ডিপিএইচই-ইউনিসেফ-এর অর্থায়নে, স্কুল পর্যায়ে পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যসচেতনতা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্থানীয় সরকারের সামর্থ্য বৃদ্ধি কার্যক্রম প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এসব কার্যক্রমের অধীনে এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগণ, ছাত্রছাত্রী ও কাজের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সুবিধা লাভ করে।

এরই ধারবাহিকতায়, ২০০৯-২০১১ সালে হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল-এর সহায়তায় ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর সাসটাইনাবল হাউজহোল্ড এ্যাকটিভিটিজ ইন রিভার আইল্যাণ্ড (দিশারী) প্রোজেক্ট-এর মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা, বসতভিটায় সবজিচাষ ও ২০০৯-২০১৫ মেয়াদী আন্ধেরী-হিলফে বন-জার্মানীর অর্থায়নে ইন্ট্রিগ্রেটেড লাইভলিহুড সিকিউরিটি (আইএলএস) ফর দি পুয়র বাঙালি পিপুল এ্যাণ্ড সাঁওতাল অফ গাইবান্ধা প্রজেক্ট প্রকল্পের অধীনে কমিউনিটিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, আয়বর্ধক, জীবিকা, নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা, নবায়নযোগ্য শক্তি প্রযুক্তি প্রসার ও প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এ সময়কালে, সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পণায় উক্ত বিষয়সমুহ অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে নির্ধারিত ছিল। এসকেএস সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ২০০৯-২০১১ সাল মেয়াদে ন্যাশনাল নিউট্রিশন প্রোগ্রাম (এনএনপি)-এর অধীনে গর্ভবতী মা ও শিশুদের মাঝে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে জনসচেতনতা সৃষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগীরা স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান ও সহযোগিতা লাভ করে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার জনগণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছে এবং উক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে এলাকার মানুষ তাদের জীবন মান উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

নাগরিক অধিকার:

এসকেএস-এরসামাজিক ক্ষমতায়ন নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য হলো নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারি/বে-সরকারী সেবা ও সুবিধাসমূহে তাদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা। ২০০২- ২০০৮সাল মেয়াদে আন্ধেরী হিলফি বন-জার্মানী-এর সহায়তায় জনসংগঠনের সামর্থ্য বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ণ, ন্যায়বিচারপ্রাপ্তি ও অভিগম্যতা, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে হতদরিদ্র নারীদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।২০০৩-২০০৯ মেয়াদে মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশন এণ্ড এমজেএফ-এর সহায়তায় এনহ্যানসিং অপারচুনিটিস ফর ফেয়ার জাস্টিস্ ইন রুরাল এরিয়া প্রোজেক্ট এর মাধ্যমেগ্রাম আদালত কার্যক্রম, স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, আইনবিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা তথ্য, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে সামাজিক উন্নয়নে নিজেদের নিয়োজিত করে। সুবিধাভোগী শ্রেণিবিশেষ করে পিছিয়ে পড়া নারীরা তাদের অধিকার আদায়ে আরো কার্যকরী ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এসকেএস এ সব কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন করে। এই সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা পরবর্তীতে অন্য প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

পরিবেশ, কৃষি ও জীবিকায়ন:

এসকেএস-এর কর্মসূচির মধ্যে পরিবেশ, কৃষি উন্নয়ন ও সুবিধাবঞ্চিতদের জীবিকায়ন অন্যতম। ২০০৪-২০০৮সাল মেয়াদে প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন বাংলাদেশ ও এসকেএস-এর মধ্যে রিভার ইরোশন প্রজেক্ট (আরইপি) বাস্তবায়নের জন্য পার্টনারশীপ চুক্তিস্বাক্ষরিত হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের কৃষি, পশুসম্পদ ও মৎস্য উন্নয়ন, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, ক্ষুদ্র প্রকৌশল ও ব্যবসা উদ্যোগ গ্রহণ সহযোগিতা প্রদান করে।

জুলাই ২০০৪-জুন ২০০৫ সাল মেয়াদে ইউএনডিপি ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর'ইন্টিগ্রেটেড ওম্যান ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইডব্লিউডিপি)'বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে। একই মেয়াদে কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, পণ্য ও অর্থ সহায়তা, সঞ্চয়, বিপনণ সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর করার জন্য প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্ষুদ্রঋণ (এমএফএমএসএফ) প্রকল্পবাস্তবায়নে আইএফএডি-পিকেএসএফ সহায়তা প্রদান করে। সংস্থা এ প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করে। মে ২০০৫ -জুন ২০১০ সাল মেয়াদে চর লাইভলিহুড প্রোগ্রাম (সিএলপি-১)-এর সহায়তায় সামাজিক অবকাঠামো, জীবিকা উন্নয়ন, ব্যবসা উদ্যোগ ও পশুসম্পদ উন্নয়ন, সঞ্চয় সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।২০০৯-২০১২ সাল মেয়াদে প্রোমোশন অফ ফ্রুট প্রোডাকশন ক্লাস্টার প্রজেক্ট (পিএফপিসিপি) ডিএফআইডি-সিরি প্রকল্প এর মাধ্যমে ফল চাষের বিস্তার ঘটিয়ে মঙ্গা প্রশমনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

২০০৫-২০০৬ মেয়াদে, মঙ্গা মিটিগেশন ইনিসিয়েটিভ পাইলট প্রজেক্ট (এমএমআইপিপি ২০০৬)এবং স্যোসাল ডেভেলমেন্ট ফাউণ্ডেশন (এসডিএফ)-এর সহায়তায় মঙ্গা প্রশমন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এসব প্রকল্পসমূহ এলাকার মানুষের আস্থা অর্জনে ব্যাপক সহায়তা করেছে। ইতোমধ্যেএসকেএস আরো বিস্তার লাভ করেছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের সাথে সাথে তাদের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, নাগরিক অধিকার, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি উন্নয়ন এবং জীবিকা উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বিভিন্ন দাতাদের সহায়তায় বাস্তবায়ন শুরু করে। ফলে, সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগীদের মাঝে এসকেএস-এর সক্ষমতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।২০০৬ - ২০১০ মেয়াদে প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন বাংলাদেশ-এর সহায়তায় বন্যাপ্রবন এলাকায় মানুষের জীবিকার উন্নয়নের জন্য জীবিকাকেন্দ্রিক দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস (এলসিডিআর) প্রকল্প এবং ২০০৬-২০০৭ মেয়াদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের অধীনে জনসচেতনতা, প্রশিক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একই সংস্থার সহযোগিতায় ২০০৭-২০১২ মেয়াদেপ্রান্তিক ও ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের জন্য বিপনণ ব্যবস্থার কার্যকর উন্নয়ন (এমএমডব্লিউএসএইচ),দুধ উৎপাদনকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিপনন সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ণবিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। ২০০৮ সালে ইউএনডিপি-এর সাহায্যে অতিবৃষ্টির কারণে বন্যায় আক্রান্তদের বসতবাড়ী নির্মাণ ও কাজের বিনিময়ে অর্থ প্রকল্প (এফএসআর) বাস্তবায়ন করে। কাজের বিনিময়ে অর্থ, বসতভিটা মেরামত ও নির্মাণ পরিচালনার মাধ্যমে এলাকার দুর্গত মানুষের কল্যাণে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসকেএস ২০০৭-২০০৮ সাল মেয়াদে বাজার উন্নয়ন তহবিলের আওতায়, প্রোভাইডিং টেকনিক্যাল সাপোর্ট সার্ভিস টু নাইন আইএমওস্ ইমপ্লিমেন্টিং পোল্ট্রি প্রোগ্রাম আণ্ডার এমডিএফ প্রদান করে আসছে।

২০০৭ থেকে অনুকূল ফাউণ্ডেশন উদ্যোক্তা উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তায় ক্ষুদ্রউদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি (এমইডিপি) বাস্তবায়ন করে আসছে।এসব প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগীরা বিভিন্ন ধরনের জীবিকা উন্নয়নমূলক সেবা ও সহযোগিতা লাভ করে, যা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করেছে। ফলে, তাদের সার্বিক জীবনমানের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

নারীরক্ষমতায়ন ও উন্নয়নঃ

নারীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন এসকেএস এর কর্মসূচির মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান কর্মসূচি। প্রতিষ্ঠানের সুবিধাভোগীদের মধ্যে অধিকাংশই নারী। নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৫ সালনারীর ক্ষমতায়ন, জীবিকা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা,দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস, ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন, নগদ সহায়তা, পরিবেশ সচেতনতা কার্যক্রম কেয়ার বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় সৌহার্দ্য-১, ২ ও ৩ কর্মসূচিরমাধ্যমে বাস্তবায়ন শুরু করে। ২০০৬-২০১৫ সালে এ্যাকশান এইড- বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় এ্যাডভানসিং ওম্যান টু এ্যাকটিভেট অন রাইটস্ এ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট (এওয়ার) প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, সেবা ও তথ্য প্রবেশাধিকার, আইজিএ ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ, শিশু শিক্ষা ও লোককেন্দ্র গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০০৬-২০১০ সাল মেয়াদে, লাইফ স্কিল এ্যাণ্ড এডুকেশন ফর অ্যাডোলোসেন্টস ডেভেলপমেন্ট (এলইএডি) প্রতিষ্ঠা এবং ইউএসসি-কানাডা বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় কিশোরী উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়নপ্রশিক্ষণ, আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা, অধিকার বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার কাজ শুরু করে। ২০০৬ -২০০৭ সাল মেয়াদে, সিভিক এওয়ারনেস ফর স্ট্রেনদেনিং ডেমোক্রেসিও সুশাসন প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ২০০৭-২০১৩ মেয়াদে, প্রোগ্রাম্ড ইনিসিয়েটিভ ফর মঙ্গা এরাডিকেশন (প্রাইম)-প্রজেক্ট মাধ্যমে ডিএফআইডিও পিকেএসএফ-এর সহায়তায় জনগণের প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, নগদ ও কারিগরী সহায়তা, সঞ্চয়, বিপণনঅভিগম্যতা, আইন সহায়তা ও নারীর ক্ষমতায়ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে।কেয়ার বাংলাদেশ-এর সহায়তায় ২০০৯-২০১২ সাল মেয়াদে, স্যোশাল এ্যাণ্ড ইকোনোমিক ট্রান্সফরমেশন অফ দি আল্ট্রা পুয়র(সেতু-১) প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, সেবাসমূহে অবাধ অভিগম্যতা, সম্পদ বিতরণ, একতা মহিলা দলগঠন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উৎপাদিত পণ্যের বিপণন লিংকেজ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। একই সংস্থার সহায়তায় ২০০৯-২০১২ অন্তর্ভুক্তিমূলক বিল্ডিং প্রো-পুয়র, ইনক্লুসিভ এ্যাণ্ড জেণ্ডার সেনসেটিভ লোকাল গভর্নেন্স প্রজেক্টেরমাধ্যমে কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন ও স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসকেএস স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য সরকারি বিভাগের সাথে কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করে, সাথে সাথে উক্ত বিষয়ে সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা অর্জিত হয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কর্মরত সংস্থাসমূহের সাথে কর্মসম্পর্ক তৈরী হয়।

শিক্ষা ঃ

১৯৯৫ সাল থেকে এসকেএস ব্র্যাক-এর সহায়তায় চর ও বিভিন্ন এলাকায় সমাজের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের ঝরে পড়া শিশুদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। এখানে সাধারণতঃ প্রথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ৮ থেকে ১০ বছর বয়েসের মেয়ে ও ছেলেরা পড়ালেখা করেন। তাছাড়া পিকেএসএফ এর সমৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় বৈকালিক সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনামূলকভাবে কম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলের পড়া তৈরীতে সহায়তা করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের শিক্ষণ প্রদান করা হয়;স্থানীয় শিক্ষিত নারী শিক্ষক দ্বারা পাঠ দান করা হয়, ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়তা পাওয়া সহজ হয়।২০১২-২০১৬ মেয়াদে, এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম (ইএসপি)- এর মাধ্যমে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।এসকেএস উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর সহায়তায় ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে, পোস্ট লিটারেসী এ্যাণ্ড কনটিনিউইং এডুকেশন ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (পিএলসিএইচডি ১ ও ২) সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে। উক্ত কার্যক্রমের অধীনে বয়স্ক শিক্ষা, তথ্য অধিকার, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করে। সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে ভরতখালীতে "নতুন কুঁড়ি বিদ্যাপীঠ" বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। যেখানে চর এলাকার প্রায় ৮০০ দরিদ্র মেয়ে ও ছেলেরা ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত গুণগতমানের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগপাচ্ছে।

দূর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা ঃ

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে গাইবান্ধা জেলা বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখানে দুর্যোগ মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ করে বন্যা ও নদীভাঙ্গনের মতোবিষয়গুলো নিয়ে কাজের ব্যাপক সুযোগ হয়। এসকেএস উক্ত এলাকায় শুরু থেকেই দুর্যোগ মোকাবেলায় ও দুর্যোগ সহনশীল সমাজ তৈরীতে মানুষের দক্ষতা উন্নয়নে নানাবিধ প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০০৭ সালে বন্যার সময় ইউনিসেফ-এর সহায়তায়বন্যা দুর্গতদের জরুরি সহায়তা প্রকল্প (ইএএ-ফবি) বাস্তবায়ন করে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে দুর্গতদের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম করে। ২০০৭ সালের ডব্লিউএফপি-এর সহায়তায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের জরুরি সহায়তা (ইমারজেন্সি রেসপন্স-ইআরএফ) প্রকল্পের অধীনে জরুরি ত্রাণ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। সংস্থা ২০০৭- ২০০৮ মেয়াদে কেয়ার বাংলাদেশ-এর সহায়তায় ক্যাশ ফর ওয়ার্ক (সিএফডব্লিউ) প্রকল্পের অধীনে বসতবাড়ী নির্মাণ ও মেরামত, নগদ সহায়তা, পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০০৮ সালে ইউএনডিপি-এর সহায়তায় সিডর পরবর্তী পুনর্বাসন ও গৃহ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য পারিবারিক আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ (সিএফএসসি) প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

২০০৮-২০০৯ সাল মেয়াদে সেভ দি চিলড্রেন-ইউকে-এর সহায়তায় জরুরি অবস্থায় শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকারের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাইল্ড প্রোটেকশন ইন ইমারজেন্সি এ্যাণ্ড চাইল্ড সেনসেটিভ ডিআরআর প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসকেএস তার কর্ম এলাকায় মানুষের আস্থা অর্জন করে এবংসুবিধাভোগীরা দুর্যোগকালীন সময়ে করণীয় সম্পর্কে অবহিত হয়; যা তাদের পরবর্তী দুর্যোগের সময় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক হয়।

অক্সফাম-জিবি-এর মাধ্যমে ২০০৯ সালে ইনিসিয়েটিভ টু এনহেন্স মঙ্গা কোপিং ক্যাপাসিটিপ্রকল্পের মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে অর্থ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ গ্রহণে আর্থিক সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। উক্ত কার্যক্রমের অধীনে এলাকার হতদরিদ্র মানুষ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা লাভ করে। একশন এইড বাংলাদেশ-এর সহায়তায় ২০০৯-২০১১ সাল মেয়াদে স্যাসটেইনএ্যাবল এগ্রিকালচার ফর মঙ্গা মিটিগেশন (এসএএমএম) প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকদলের সক্ষমতা বাড়ানো, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা ও প্রশিক্ষণ, বীজ ও অর্থ সহযোগিতা প্রদান করা হয়।২০০৯-২০১১ সাল মেয়াদে সেভ দি চিল্ড্রেন-ইউকে-এর সহযোগিতায় জরুরি অবস্থায় শিক্ষাঃ বাংলাদেশে বন্যা ও ঘুর্নী-ঝড়প্রবন এলাকায় দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান শক্তিশালীকরণ এবং শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখা(ইআইই), দুর্যোগকা-লীন সময়ে শিক্ষা অব্যহত রাখার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এসব কার্যক্রম এলাকার সুবিধাভোগিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে ও দুর্যোগকালীন ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। বর্তমানে এসকেএস এমারজেন্সি রেসপন্স-এর জন্য ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, ডাব্লুএফপি, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ও কেয়ার বাংলাদেশ-এর প্রি-কোয়ালিফাইড পার্টনার হিসাবে কাজ করছে। এসকে-এস-এর রয়েছে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, ওয়ারহাউজ, সরঞ্জাম, প্রশিক্ষিত লোকবল ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি।

৪. সেক্টরাল/ থিমেটিক এপ্রোচ

প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ও উন্নয়নের বৃহত্তর পরিসরে এসকেএস-এর কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য ২০১০ সাল থেকে এসকেএস-এর উন্নয়ন কার্যক্রম কয়েকটি সেক্টরের অধীনে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাগত জবাবদিহিতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে নির্ধারিত কাঠামোর অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে বিন্যাস ও পুনঃগঠন করা হয়েছে। ২০০৯-২০১৪ মেয়াদের কৌশলগত পরিকল্পনায় পুরো প্রতিষ্ঠানের কর্মসূ-চিকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত-এই ৩টি থিমের অধীনে আনা হয়। যে কোন প্রকল্প বা নতুন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন উক্ত থিমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়। প্রতিটি থিমের ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক বিভাজন করা হয়। এই প্রক্রিয়া এসকেএস-এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্যতম প্রক্রিয়া। প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ের সমন্বয়, অগ্রগতি ও দায়বদ্ধতা সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে পরিচালনা করে আসছে।

উল্লেখ্য, দাতা সংস্থার প্রণয়নকৃত ও নির্ধারিত কর্মসূচি বা প্রকল্পে অনেক ক্ষেত্রেই নানামূখী কার্যক্রম থাকে যেগুলো আংশিকভাবে একাধিক থিমের অধীনে পড়ে। সেক্ষেত্রে সংস্থা তার ব্যবস্থাপনাগত সুবিধা ও বাস্তবায়ন কৌশলের অংশ হিসাবে অধিকমাত্রায় সমধর্মী থিমের অধীনে বাস্তবায়ন করছে। এসকেএস বর্তমানে সংস্থার পলিসি ও গাইডলাইনের আলোকে পরিচালিত হচ্ছে। একই সাথে প্রতিষ্ঠাণের সামাজিক উদ্যোগসমূহ নিজ নিজ নীতিমালা ও গাইডলাইন অনুসারে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি থিমের অধীনে পরিচালিত কর্মসূচিগুলো পরবর্তী সেকশনগুলোতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ

বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মত উত্তরাঞ্চল কৃষি প্রধান; কিন্ত দীর্ঘকাল যাবৎ আয় বৈষম্য বিরাজমান ছিল। আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসকেএস ফাউন্ডেশনপ্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্রঋণকার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ক্ষুদ্রঋণের সাথে সাথে এসকেএস মানুষের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা করছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ১৪৩,৩৮৫ পরিবারকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঋণ সহায়তার পাশাপাশি সুবিধাভোগিদের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতেও সহায়তা করে আসছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৭৪৯ (৯২ মহিলা) জন কর্মী নিয়োজিত আছে। একার্যক্রম দেশের উত্তরাঞ্চলসহ ৩টি (রংপুর, রাজশাহী ও ঢাকা) বিভাগের মোট ১৬টি জেলায় বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পুঁজির পাশাপাশি সদস্যদের সঞ্চয় ও পিকেএসএফ, অনুকুল ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা রয়েছে। একই সাথে প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দাতা সংস্থার প্রকল্প সহায়তার মাধ্যমেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিগত বছরগুলোতে, এ এলাকাকে মঙ্গাপীড়িত এলাকা হিসাবে অবিহিত করা হতো, কিন্ত সরকারের নানমূখী কার্যক্রমের পাশাপাশি এসকেএস ও অন্যান্য সংস্থার কার্যকরী ভুমিকার মাধ্যমে উক্ত অবস্থা থেকে কার্যকরভাবে মঙ্গা অবস্থার উত্তরন সম্ভব হয়েছে।

সামাজিকউন্নয়নঃ

সামাজিক খাতের অধীনে এসকেএস সবচেয়ে বেশী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এসকেএস এখনও পর্যন্ত প্রায় ৭০-এর অধিক উন্নয়ন প্রকল্প সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে দাতা সংস্থা, সরকারী সহায়তা ও সংস্থার নিজস্ব সম্পদে ৪১-টি অনুরুপ প্রকল্প চলমান আছে। উক্ত প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়িতপ্রকল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

খাদ্য নিরাপত্তাঃ

উৎপাদন ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিদরিদ্র পরিবারেরখাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এসকেএস নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কেয়ার বাংলাদেশ-এর সহয়োগিতায় ২০১০-২০১১ মেয়াদে, স্ট্রেনদেনিং পুয়রেস্ট এ্যাণ্ড ভালনারাবল হাউজহোল্ডস্ ক্যাপাসিটি টু ইমপ্রুভ ফুড সিকিউরিটি ইন নর্থওয়েস্ট বাংলাদেশ (সিফট) প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের অধীনে খাদ্য নিরাপত্তা, আয়বৃদ্ধিমূলক ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একই সংস্থার সহায়তায় ২০১০ - ২০১৩ মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে উক্ত উপকারভোগী শ্রেণী জ্ঞান ও সামর্থ লাভ করেছে। ২০১০-২০১১ সাল মেয়াদে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর-এর সহায়তায় ভালনারাবল ওম্যান ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ভিজিডি)-এর মাধ্যমে আয়বর্ধক এবং জীবনদক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার সামর্থ বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একই কার্যক্রম ২০১০- ২০১৬ মেয়াদে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পটি সামাজিক উন্নয়ন থিমের অধীনেবাস্তবায়ন করা হলেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম এ প্রকল্পের একটি অংশ। এ প্রকল্পটি সুবিধাভোগিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে।

কৃষি উৎপাদন, বহুমূখীকরণ ও বাজারজাকরণঃ

কৃষিকাজ গ্রাম এলাকায় মানুয়ের প্রধান জিবিকা ও আয়ের উৎস। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, নতুন কুষি প্রযুক্তি ব্যবহারের অদক্ষতা ও পণ্যের সঠিক মূল্য না পাওযার কারণে গরীব কৃষক এই কাজকরে লাভবান হতে পারছে না। সংস্থা কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও বিপনণে সহযোগীতা করছে। এসকেএস ২০১১-২০১৩ সাল মেয়াদে বিল্ডিং ইক্যুইটি ইন এগ্রিকালচার এ্যাণ্ড মার্কেটস্ (বীম) এবং হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল-এর সহায়তায়নারী-পুরুষের সমতা ও পুষ্টি সচেতনতা, বসতভিটায় সবজি চাষ, অকৃষি আয়বর্ধক কর্মকান্ড, আদর্শ খামার, পশুসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ২০১২-২০১৫, ইম্প্রুভিং লাইভলিহুড অফ পুয়র এ্যাগ্রিকালচারাল লেবারারস্ এ্যাণ্ড স্মল ফারমার্স বাই প্রোটেকটিং এ্যাণ্ড ডেভলপিং নেচারাল রিসোর্স ইন গাইবান্ধা (ইলপা বাই পিডিএনআর) প্রোজেক্ট প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে দরিদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র চাষীদের জীবিকা উন্নয়ন (ইলপা-বাই পিডিএনআর-আইএলপিএ বাই পিডিএনআর) প্রকল্প আন্ধেরী-হিলফি বন-জার্মানী, জীবিকা উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, গবাদি পশুপালন ও কৃষি প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।
এলাকার জনগণের সচেতনতা, দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধিতে এ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

২০১৩-২০১৬ সময়ে, এন্টারপ্রাইজ ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট (ইডিপি) অক্সফাম-জিবি শুকনা মরিচ ব্যবসায়ীদের বাজারজাতকরণ ও বিপণন সামর্থ বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের সহায়তা প্রদান করছে। একই সাথে ২০১২-২০১৬ মেয়াদে, মেকিং মার্কেট ওয়ার্ক ফর যমুনা, পদ্মা এ্যাণ্ড তিস্তা চরস্ (এমফোরসি) এবং সুইচকন্ট্রাক্ট-বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপনন ব্যবস্থা উন্নয়নে কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।২০১০ সালে চলমান কৃষি সহায়ক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ কৃষি উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ সেবা প্রদানের জন্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঋণ সহায়তা করে। ২০১০-২০১৫ মেয়াদে ডেভেলপিং ইনক্লুসিভ ইনসুরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট (ডিআইআইএসপি) এডিবি-পিকেএসএফ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও বিকাশ পর্বে প্রকল্পসমুহ স্বল্পমেয়াদী ছিল,যা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করলেও উক্ত প্রকল্পসমুহের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ভূমিকা উল্লেখ করার মত ছিল না। তবে, মানুষের আপাতঃ সমস্যা সমাধানে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে প্রকল্পসমূহ থিমেটিক এপ্রোচে বাস্তবায়নের ফলে কোন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে উক্ত প্রকল্পের অর্জনগুলো প্রতিষ্ঠানের একই থিমের চলমান প্রকল্পের সাথে একিভূত করা হচ্ছে। সেকারণে অর্জনসমূহ অধিকহারে স্থায়ীত্বশীল হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়ণঃ

সমাজে পিছিয়েপড়া নারীদের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এসকেএস শুরু থেকেই নিজেস্ব উদ্যোগে নারীর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে চলেছে। যা আরো সমৃদ্ধ হয়েছে ২০১০-২০১৩ মেয়াদে মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশন (এমজেএফ)-এর সাথে পার্টনারশীপ এ "স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি অফ ওম্যান টু প্রোটেস্ট ডমেস্টিক ভাইয়োলেন্স (পিডিভি ফেজ ২) প্রকল্পের" অধীনে কাজের সুযোগ লাভের মাধ্যমে। এইপ্রকল্পের অধীনে এলাকার সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরআইন ও অধিকার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নারী নেতৃত্ব বিকাশে প্রশিক্ষণ, আয় ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। ২০১০-১৬ মেয়াদে পিকেএসএফ এর সহায়তায়, লার্নিং এ্যাণ্ড ইনোভেশন ফাণ্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াস্ (লিফট)কিশেরীদের উন্নয়নে প্রকল্পবাস্তবায়ন করে। ২০১০-২০১৫ মেয়াদে, অ্যাডোলোসেন্টস লাইভলিহুড অপারচুনিটিস্ (এএলও)প্রকল্পইউএসসি-কানাডা বাংলাদেশজীবন দক্ষতা, কৃষি বীজ সংরক্ষণ, জৈবসার তৈরী প্রশিক্ষণ, ক্ষমতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। ২০১৩-২০১৬ মেয়াদেএ্যাকশান এইড-এর সহায়তায় মাটি ও মানুষ প্রকল্প বাংলাদেশ মহিলাদের উদ্যেগ শক্তিশালীকরণ, সঞ্চয়, আয়বর্ধক উদ্যোগ ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করছে। ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশন-এর সহায়তায়, এ্যাকশন ফর এনডিং ডমেস্টিক ভ্যায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন এ্যাণ্ড গার্লস্(এফোরইডিভাও) প্রকল্প, আইন ও অধিকার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, নারীর নেতৃত্ব বিকাশের জন্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। একই সাথে ২০১০- ২০১৬ মেয়াদে, রেজিলিয়েন্স থ্রু ইকোনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট এ্যাণ্ড ক্লাইমেট এ্যাডাপটেশন, লাইভলিহুড এ্যাণ্ড লিডারশীপ (রি-কল) প্রোজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। কেয়ার বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় ২০০৫ থেকেসৌহার্দ্য-১,২,৩ কর্মসূচীসমূহের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, জীবিকা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা,দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস, ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন, নগদ সহায়তা, পরিবেশ সচেতনতা ও ২০১২-২০১৩, লেট হার ডিসাইড এ্যান্ড পারটিসিপেট (এলএইচডিপি) অক্সফাম-জিবি নারী নেতৃত্ব বিকাশ ও ক্ষমতায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

ইসি-এ্যাকশান এইড-বাংলাদেশ ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে, স্ট্রেনদেনিং ওম্যানস্ ক্যালেকটিভস্ ইন বাংলাদেশ (এসডব্লিউসি) প্রকল্প,মহিলাদের দলীয় উদ্যোগ শক্তিশালীকরণ, সঞ্চয়, আয়বর্ধক উদ্যোগ ও নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এসকেএসইউএসএআইডি-টেটরা টেক এআরডি-এর সহায়তায় ২০১২-২০১৪ মেয়াদে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ও সেবার মান উন্নয়ন, সেবাসমূহে নারীসহ সকলের জন্য প্রবেশগম্যতা সহজীকরণ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যেস্ট্রেনদেনিং ডেমোক্রেটিক লোকাল গভর্ন্যান্স (এসডিএলজি) প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করে।

২০১২-২০১৫ মেয়াদে ডিএফআইডি-কেয়ার বাংলাদেশ-এর সহায়তায় স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ও সেবার মান উন্নয়ন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন, নারীদের একতা দলগঠন, আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তিকরণের উদ্দেশ্যে স্যোশাল এ্যাণ্ড ইকোনোমিক ট্রান্সফরমেশন অফ দি আল্ট্রা পুওর (সেতু-২) প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এসব প্রকল্পের অধীনে ব্যাপক নারী জনগোষ্ঠী সুবিধা লাভ করে।

স্বাস্থ্যসেবা, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি:

স্বাস্থ্যসেবা, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি:১৯৯৭ সনেগাইবান্ধার চর এলাকায়ঢাকা কমিউনিটি হসপিটাল-এরকারিগরি সহায়তায় এসকেএস প্রথম স্বাস্থ্যসেবা প্রদান শুরু করে। ভরতখালীতে সুস্থতা কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমেপ্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। ২০১৩-২০১৬ মেয়াদেওয়াটারএইড বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন করা,নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও স্বাস্থ্যজ্ঞানের অধিকার প্রতিষ্ঠায় চর এলাকায় সুবিধবঞ্চিত গরীব মানুষের ওয়াস সেবা পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা (ওয়াস রাইটস) প্রকল্প বাস্তাবায়ন করছে। একই সংস্থার সহায়তায় ২০১৩-২০১৬মেয়াদে সৈয়দপুরে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যকর, পরিচ্ছন্ন শহর সেবার উন্নয়ন বিষয়ে আরবান স্যানিটেশন হাইজিন ওয়াটার এ্যাডভান্সমেন্ট (উষা-ইউএসএইচডব্লিউএ)প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

প্রাইম; সিএলপি-১ও ২; সৌহার্দ্য-১,২,৩ প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের গরীব পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পুষ্টিকর খাবার সহায়তা এবং সচেতনতামূলক তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।গর্ভবতীমায়ের পরামর্শ ও যত্ন, নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশুদের ছয়মাস পর্যন্তমায়ের বুকের দুধ প্রদান, শৈশবকালীন যত্ন, ওজন পরিমাপ ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানোর বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরীতে কাজ করছে। প্রত্যন্ত চর এলাকায় স্যাটেলইট ক্লিনিক ও ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে স্বল্প খরচে গরীব মানুষের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে।

এসকেএস এসব প্রকল্পের মাধ্যমে উক্ত এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও পরিস্কার-পরিছন্নতা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। এ সব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসকেএস ফাউণ্ডেশন, সরকারের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে।

পরিবেশগত উন্নয়নঃ

এলাকার মানুষের দুর্যোগ মোকাবেলা ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল ও দক্ষতা উন্নয়নে এসকেএস প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নানামূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। দুর্যোগপ্রবন এলাকায় দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান ও সমাজভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী তৈরীর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। এসেক্টরের অধীনে ২০১১ সন থেকে ইসিএইচও/ইস-লামিক রিলিফ-ইন্টারন্যাশনাল-এর সহায়তায়ডিপিকো-৬, ৭ ও ৮বাংলাদেশেজলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসকরণে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রস্তুতি ও বিভিন্নস্তরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকমিটিকার্যকর করা, ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ও নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। একইভাবে, ২০১৩-২০১৬ মেয়াদেএ্যাডাপটেশন টু লাইভলিহুড এ্যাণ্ড হোমস্টেড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফোকাসিং ক্লাইমেট চেঞ্জ(সিসিসিপি) প্রকল্প পিকেএসএফ খাদ্য নিরাপত্তা, বসতভিটা উঁচুকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকল্পের সুবিধাভোগিদের দুর্যোগ মোকাবেলার দক্ষতা ও কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তারা অধিকহারে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা অর্জন করছে।

অর্জনসমূহঃ

এসকেএস-এর দীর্ঘ এই পথচলায় যেমন ছিল বাধাবিপত্তি তেমনি বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা ও সহযোগী সংগঠন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এসকেএস-এর নির্বাহী প্রধান, সাধারন ও নির্বাহী কমিটির সন্মানিত সদস্যগণ এবং সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় কর্মসূচীসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে জনগন, প্রশাসন ও সহযোগী সংস্থাসমূহের আস্থা অর্জন করে এসকেএসকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই পথ চলায় এসকেএস বিভিন্ন পর্যায় থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছে। উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতিগুলি এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

- পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) থেকে ২০০৫ সালে অর্জন করে 'বেষ্ট পার্টনার' এওয়ার্ড।
- একশন এইড বাংলাদেশ থেকে ২০০৮ সালে অর্জন করে "স্পনসরসিপ' এওয়ার্ড।
- ২০০৯ সালে "বেষ্ট মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনষ্টিটিউট" হিসাবে "সিটি মাইক্রো এন্টারপ্রিনিওর' এওয়ার্ড অর্জন।
- মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন থেকে ২০১২ সালে সার্টিফিকেট অব এক্রিলেন্স "আউটস্ট্যান্ডিং অর্গানাইজেশন ফর কমপ্লায়েন্স এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট" অর্জন।
- ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে ২ মার্চ ২০১৭ সালে 'ক্যাম্পেইন এন্ড লোকাল লেভেল এডভোকেসী'র জন্য "বিকন এওয়ার্ড" অর্জন।
- এসকেএস ফাউণ্ডেশন "লিডারসীপ ইন সাসটেইনএবল কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এন্ড প্রোভার্টি রিডাকসন"-এর জন্য সাউথইষ্ট ব্যাংক-দি ফিনানসিয়াল এ্যাক্সপ্রেস-পলিসি রিচার্স ইনস্টিটিউট থেকে "গ্রীন এওয়ার্ড" অর্জন করে ১৫ এপ্রিল ২০১৭ সালে।
- কমিউনিটি রেডিও সারাবেলা ৯৮.৮ এফএম এশিয়ান ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন(এবিইউ) এ্যাওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করেছে, যা ৩ নভেম্বর ২০১৭ চীনের চেংদু শহরে সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ গ্রহণ করেন।

এসকেএস ফাউন্ডেশন এর
নির্বাহী প্রধান
জনাব রাসেল আহম্মেদ লিটন
“সিটি মাইক্রো এন্টারপ্রিনিওর’
এওয়ার্ড গ্রহণ করছেন

এসকেএস ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী প্রধান
জনাব রাসেল আহম্মেদ লিটন
“সার্টিফিকেট অব এক্সিলেন্স –আউটস্ট্যান্ডিং
অর্গানাইজেশন ফর
কমপ্লায়েন্স এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট”
এওয়ার্ড গ্রহণ করছেন

এসকেএস ফাউন্ডেশন এর
হেড অফ প্রোগ্রামস,
মোঃ রজব আলী
“বিকন এওয়ার্ড”
গ্রহণ করছেন

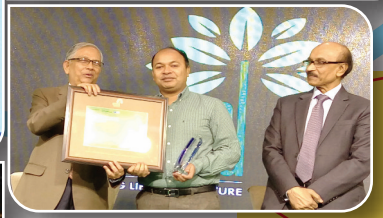

এসকেএস ফাউন্ডেশন এর
সহকারী পরিচলক-
পিডিআরএম, পলাশ কুণ্ডু
“গ্রীন এওয়াড” গ্রহণ করছেন

এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর
হেড অব প্রোগ্রামস
জনাব মোঃ রজব আলী
এবিইউএ্যাওয়ার্ড, সনদপত্র
ও প্রাইজমানি গ্রহণ করছেন

এসকেএস সামাজিক ব্যবসাঃ

উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সাথে সাথে এসকেএস ফাউণ্ডেশন নিজ অর্থায়নে নিম্নে উল্লেখিত সামাজিক ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসকেএস গৃহীত সকল সামাজিক উদ্যোগ-এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয়ভাবে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, জনসচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, উন্নত ও গুনগতমানের সেবা প্রদান এবং বাড়তি উপার্জনের মাধ্যমে সংস্থার টেকসই স্থায়ীত্ব অর্জন করা। উক্ত সামাজিক ব্যবসার অধীনে এসকেএস কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা সংস্থার সামাজিক দায়বদ্ধতার নির্দেশক। ইত্যেমধ্যে বাস্তবায়িত কয়েকটি উদ্যোগের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

এসকেএস ইন্‌রিসোর্ট ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাধাকৃষ্ণপুর, গাইবান্ধা

এসকেএস ইন্ গাইবান্ধা জেলা সদর থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে মনোরম গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশে রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে অবস্থিত। এখানে সকল আধুনিক যোগাযোগ, সুযোগ সুবিধাসহ ৫০ টির বেশী আন্তর্জাতিক মানের এসি/নন-এসি আবাসিক কক্ষ, ৫ টি সর্বাধুনিক ফিটিংস ও আসবাবসহ এসি সুইট ও ওয়াটার কটেজ, ৫০ থেকে ১০০ জন ধারণক্ষমতা সম্পূর্ণ আলাদা ৩টি এসি প্রশিক্ষণ কক্ষ, ১টি ২০০ জনের অধিক ধারণক্ষমতার এসি কনফারেন্স কক্ষ, জিম, সুইমিংপুল, খেলারমাঠ, বাচ্চাদের পার্ক, উন্মুক্ত মঞ্চ, পুকুরে মাছ ধরার সুবিধা, ঝরণা, দেশী-বিদেশী খাবারের রেস্টুরেন্ট, বার-বি-কিউ, ফ্রি ওয়াই-ফাই ও মিউজিক উপভোগসহ বিনোদন মূলক সকল ব্যবস্থা রয়েছে। মনোরম গ্রামীণ পরিবেশ আর আধুনিক সুযোগ ও দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ রাধুনী ও অন্যান্য সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা ও কর্মীদের সেবা। যা সমস্ত উত্তরবঙ্গের সর্বাধুনিক আবাসিক ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানের ভেনু হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী সর্বক্ষনিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে আছে। প্রয়োজনে গাড়ীর ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। যা আপনার সামর্থের মধ্যে রুচিশীল আবাসন, বিনোদন, খাবরের স্বাদ গ্রহণ বা অনুষ্ঠান, মিটিং, সেমিনার বা প্রশিক্ষণ আয়োজনের সেরা গন্তব্য।এছাড়াও বিভিন্ন ভ্রমণ প্যাকেজের আওতায় লালমনিরহাট জেলার তিনবিঘা করিডোর, রংপুরের নারী জাগরণের মহিয়সী ব্যক্তিত্ব বেগম রোকেয়া এর জন্মস্থান ও তাজহাট জমিদার বাড়ী, তিস্তা ব্যারেজ, দিনাজপুরের রামসাগর, কান্তজীর মন্দির এবং বগুড়ায় মহাস্থানগড় ইত্যাদি ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানে বেড়ানোর ব্যবস্থা।

এসকেএস ট্রেনিং সেন্টার, ভরতখালী, গাইবান্ধা

১৯৯৮ সালে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার ভরতখালী গ্রামে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগী ও কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রথম এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটির পাশদিয়ে বয়ে গেছে যমুনা নদী। এখানে ২ টি প্রশিক্ষণ কক্ষ সহ ৩৫ জন অংশগ্রহণকারীর (এসি/নন-এসি) প্রশিক্ষণ ও আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও এখানে কৃষি, গরু, ভেড়া ও মৎস্য খামার রয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের খাবার ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য রয়েছে নিজস্ব দক্ষ রাঁধুনী, কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দ। সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে উক্ত কেন্দ্রটি সকলকে উন্নত সেবা প্রদান করে চলেছে।

এসকেএস হাসপাতাল, গাইবান্ধা

গাইবান্ধা জেলা শহরে ২০১০ সালে এসকেএস হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৬ সালে এসকেএস ফাউণ্ডেশন গাইবান্ধা শহরের প্রাণকেন্দ্র মাস্টারপাড়ায় নিজস্ব ৬ তলা বিশিষ্ট প্রায় ৩০,০০০ বর্গফুটের ২০ বেড সম্পন্ন আধুনিক হাসপাতাল ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। যা আজ গাইবান্ধার অন্যতম সেরা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এখানে ৯ টি কেবিন, ১১ টি সাধারণ বেড, মহিলাদের আলাদা ওয়ার্ড, আধুনিকমানের ২ টি সাধারন অপরেশন থিয়েটার ও ১ টি চোখের অপরেশন থিয়েটার আছে, লিফট, র‍্যাম্প সুবিধা রয়েছে। উন্নত সেবা দেওয়ার জন্য সার্বক্ষণিক অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা সেবা প্রদান করার পাশাপাশি বিভিন্ন দক্ষতার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ নিয়মিত পরামর্শ ও অপারেশন সেবা প্রদান করে থাকেন। বিশেষ ভাবে গাইনী, শিশু, হৃদরোগ, নাক-কান-গলা, মেডিসিন, সার্জারি, চক্ষু, দন্ত বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত সেবা প্রদান করে চলছে। এখানেরয়েছে সুযোগ্য চিকিৎসক, দক্ষ নার্স, টেকনিশিয়ান, অপারেশন থিয়েটার সহকারী ও অন্যান্য সহকারীবৃন্দ। বহিঃবিভাগে চিকিৎসা পরামর্শ, প্যাথলজি টেস্ট, এঙ-রে, আলট্রাসনোগ্রাম, ইসিজি ও অন্যান্য সেবা। জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৬ বছরে প্রায় ৬,০০০ রোগী বহিঃবিভাগ হতে ও ৯৮০ জন ভর্তি হয়ে সেবা গ্রহণ করেন। উক্ত সময়ে ৮৭০ জন রোগীর প্রয়োজনীয় সাধারণ সার্জারী ও ১২০ জন রোগীর চক্ষু অপারেশন করা হয়। গরীর রোগীদের স্বল্প খরচে চিকিৎসা প্রদান এর ব্যবস্থা আছে। রোগী পরিবহনে সর্বক্ষনিক এ্যাম্বুলেন্স ও বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জেনারেটর এর ব্যবস্থা আছে।

দৈনিক মাধুকর

এসকেএস এর নির্বাহী প্রধান স্ব-উদ্যেগে প্রকাশক হিসাবে “দৈনিক মাধুকর” পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর চেষ্টায় দৈনিক মাধুকর পত্রিকাটি ১৫ জানুয়ারী ২০০৮ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। যা বর্তমানে গাইবান্ধা তথা উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে পড়া ও চর এলাকার লাখো মানুষের কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে। পত্রিকাটি কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খেলা, বিষয়ভিত্তিক প্রতিবেদন, স্থানীয় সুযোগ, সেবা ও অসুবিধা নিয়মিত তুলে ধরে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। স্থানীয় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। পত্রিকাটির দৈনিক প্রচার সংখ্যা প্রায় ৬,০০০ কপি। উক্ত পত্রিকাটিতে ৭ জন স্থায়ী ও ২৫ জন অস্থায়ী ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবক, সাংবাদিক, কর্মকর্তা ও কর্মী কাজ করছেন। বর্তমানে দৈনিক মাধুকর ই-মাধুকর হিসেবেও প্রকাশিত হচ্ছে যাতে দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাঠকরা পত্রিকা পড়তে পারবেন।

কমিউনিটি রেডিও সারাবেলা এফএম ৯৮.৮

এসকেএস এর উদ্যেগে ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিটি রেডিও সারাবেলা এফএম ৯৮.৮ গাইবান্ধার প্রথম ও দেশের ১৭ তম কমিউনিটি রেডিও। যা বর্তমানে জেলার ১০ লক্ষাধিক মানুষের তথ্য সেবা প্রাপ্তি ও বিনোদনের প্রধান মাধ্যম। গত ১২ জুলাই ২০১৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী এই রেডিওটি উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ১১ জন কর্মী ও ৪৯ জন (৩৩ জন মেয়ে) স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ছেলে-মেয়ে রেডিওটি পরিচালনা করছে। উক্ত ছেলে-মেয়েরা সকলেই স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী বা সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পী-কর্মী। এসকেএস এর উদ্যোগে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পেয়ে তাঁরা আজ অতি অল্প সময়ে অনুষ্ঠান নির্মাণ, পাণ্ডুলিপি রচনা, তথ্য সংগ্রহ ও সংবাদ প্রতিবেদন তৈরী, সংবাদ ও বিষয় ভিত্তিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন, সরাসরি বা ধারণকৃত টক-শো ও সংলাপ আয়োজন ইত্যাদিতে দক্ষতা অর্জন করেছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়।স্থানীয় মানুষের তথ্য সেবা যেমন- দুর্যোগ সতর্কতা ও করণীয়, আবহাওয়া, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খেলা, বিষয়ভিত্তিক প্রতিবেদন, বাজারদর, কৃষি, চাষাবাদ পদ্ধতি, স্থানীয় সুযোগ, সেবা ও অসুবিধা নিয়মিত তুলে ধরে মানুষের তথ্য সেবা নিশ্চিত করছে। নানাবিধ সৃষ্টিশীল আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পী ও স্ব-স্বক্ষেত্রের বহুমুখী প্রতিভাধর শিশু, কিশোর ও তরুণ-তরুণী, যুবাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে ও উঠে আসতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এই রেডিওটি স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও প্রশাসনের মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপনের মধ্যেমে গাইবান্ধার সামাজিক ও সার্বিক উন্নয়নে অব্যাহত আবদান রাখছে। কমিউনিটি রেডিও সারাবেলা ইতোমধ্যে সন্মানজনক এশিয়ান ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন (এবিইউ) এ্যাওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করেছে।

নূতন কুঁড়ি বিদ্যাপীঠ, ভরতখালী, গাইবান্ধা

চর এলাকার গরীব পরিবারের শিশুদের জন্য মান সন্মত শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে এসকেএস ফাউণ্ডেশন গাইবান্ধা জেলার ভরতখালী গ্রামে 'নূতন কুঁড়ি বিদ্যাপীঠ' নামে সকল আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ৫ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি শুরুতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করতো। বর্তমানে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে। এখন ৪৭৮ জন ছাত্র-ছাত্রী (৩২৪ ছেলে ও ১৫৪ মেয়ে) বিভিন্ন শ্রেণিতে পড়ালেখা করছে। ২০১৫ সালে ২৬ জন পিএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সকলেই পাশ করেছে, যার মধ্যে ৯ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। জেএসসি পরীক্ষায় ১৮ জনের ভিতর সকলেই পাশ করেছে এবং ১৭ জনই জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। যা সম্ভব হয়েছে ২০ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনায় যুক্ত সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। শুরু থেকেই পাঠ দানের সাথে সাথে গঠনমূলক সামাজিক, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রেও বিদ্যালয়টি সমান গুরুত্ব প্রদান করায় আজ এই প্রতিষ্ঠানটিএলাকার সেরা বিদ্যাপীঠ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

নবায়নযাগ্য জ্বালানী (সোলার/উন্নতচুলা) উদ্যোগ

এসকেএস ২০১৩ সাল থেকে নিজস্ব উদ্দ্যেগে পরিবেশবান্ধব নবায়ন যোগ্য জ্বালানী যেমন-সোলার হোম সিস্টেম, উন্নত চুলা বিপণন শুরু করে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের অফ গ্রীড ও চর এলাকায়। স্বল্প মুনাফা ও সহজ কিস্তিতে বিপণনের কারণে দরিদ্র পরিবারের পক্ষে নিজেদের সামর্থ্য ও প্রয়োজনমত পণ্য ক্রেতাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। এসকেএস ২০১৫ সাল থেকে ইডকলের পার্টনার নির্বাচিত হওয়ার ইডকলের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় এই বিপণন কার্যক্রমের বিস্তৃতি আরও জোরদার করেছে। বর্তমানে ৯টি জেলার ২৭টি শাখা অফিসের মাধ্যমে ১০ থেকে ১৩০ ওয়াট পাওয়ার ক্ষমতারসোলার হোম সিস্টেম বিপণনে কর্মকাণ্ড চলমান রয়েছে। উক্ত সময়ে ২,৬৩০ সেট সোলার হোম সিস্টেম বিক্রি হয়েছে। যেখানে ৬০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অনুরুপভাবে, ২০১৬ সালে এসকেএস ইডকলের আইসিএস (উন্নত চুলা) পার্টনার নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ১ টি অফিসের মাধ্যমে ২ জন কর্মী দ্বারা উন্নত চুলা বিপণন কার্যক্রম শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত ৫৪০ টি একমুখী ও দ্বি-মুখী চুলা বিক্রি করা হয়েছে। এই চুলা পরিবেশ বান্ধব, ধোয়া ও কালিবিহীন এবং ৫০-৬০ ভাগ জ্বালানী স্বাশ্রয়ী হওয়ায় মানুষের মধ্যে ব্যবহারের আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। গত জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে ১,৩৩৩,৮০৬/- টাকা মুনাফা অর্জিত হয়েছে এই সামাজিক উদ্যোগ থেকে।

সোলার হোম সিস্টেম

উন্নত চুলা

এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিত করে জেলার শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। আধুনিক বিশ্বের সাথে সঙ্গতি রেখে বাস্তবতার নিরিখে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারী থেকে এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা এর যাত্রা শুরু হবে। প্রতিষ্ঠানটির সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা নিম্নরুপঃ

- ২০১৮ শিক্ষা বর্ষে প্লে থেকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত পাঠদান প্রক্রিয়া চলবে, যা পর্যায়ক্রমে কলেজ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হবে
- শ্রেনীর প্রতি শাখায় ৪০ জন শিক্ষার্থী পাঠগ্রহন করবে
- শিক্ষার্থীর সিলেবাস,পাঠ পরিকল্পনাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন বিষয় প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে থাকবে
- নিয়মিত শ্রেনী পরীক্ষা, মডেল টেস্ট ও তিনটি সাময়িক পরিক্ষা গ্রহন করা হবে
- শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্য, বেতন, অনুপস্থিতি, গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ এসএমএস এর মাধ্যমে অভিভাবকদের নিকট প্রেরন।
- নিচের শ্রেনি সমূহে টিভি মনিটরের সাহায্যে এবং উপরের শ্রেনীসমুহে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হবে
- প্লে থেকে দ্বাদশ শ্রেনী প্রতি শ্রেনীতে তিনটি করে শাখায় প্রতিষ্ঠান শুরুতে ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে একটি শিফট এবং ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে দুইটি শিফটে পাঠদান প্রক্রিয়া চলবে।

পরিশেষে, এসকেএস ফাউন্ডেশন পরিবার আজকের এই পর্যায়ে উঠে আসতে সহায়তাকারী সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, অংশীদার, সরকার, সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠি, সকল কর্মকর্তা ও কর্মী এবং মিডিয়া সকলের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। এসকেএস-এর ৩০ বছরের পথ চলার শিখন ও অনুপ্রেরণা থেকে আগামীতে আরও যুগোপযোগী, টেকসইও উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে ও সম্প্রসারনে দৃঢ় প্রচেষ্টা অব্যহত রাখবে।

SKS Foundion, College Road, Uttar Horin Singha, Gaibandha-5700
Tel: +88-0541-51408, Fax: +88-0541-51492, Cell: +88-01713484430
E-mail: sksfoundation@sks-bd.org, Website: www.sks-bd.org
Dhaka Office: 86/1, L-7, Adabor Bazar Road, Uttar Adabor, Dhaka-1207